লোকটিকে ডাকিয়া আন। কেহ যাইয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিল। তিনি আমাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা এই ব্যক্তিকে যে ফতওয়া দিয়াছ উহা কি আল্লাহর কিতাব হইতে দিয়াছ? আমরা বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত হইতে দিয়াছ? আমরা বলিলাম,না। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের নিকট শুনিয়া দিয়াছ? আমরা বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, তবে কোথা হইতে দিয়াছ? আমরা বলিলাম, আমরা নিজেরাই চিন্তা করিয়া দিয়াছি। তিনি বলিলেন, এইজন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, 'একজন আলেম শয়তানের জন্য এক হাজার আবেদ অপেক্ষা অধিক ভারী।' অতঃপর সেই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, যখন তোমার এমন হয় তখন কি তুমি মনে কোনপ্রকার তৃপ্তি লাভ কর? সে বলিল, না। তিনি বলিলেন, তবে কি শরীর নিস্তেজ হইয়া পড়ে? সে বলিল, না। বলিলেন, ইহা কফজনিত রোগ, তোমার জন্য অযূই যথেষ্ট। (কান্‌যুল উম্মাল)

নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক আনিত এল্‌ম ব্যতীত অন্য এল্‌মে মশগুল হওয়াকে অপছন্দ করা ও কঠোরভাবে উহা নিষেধ করা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর হাদীস

আমর ইবনে ইয়াহইয়া (রহঃ) বলেন, হাড়ের উপর লিখিত একখানি কিতাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আনা হইলে তিনি বলিলেন, কোন জাতির আহাম্মক বা গোমরাহ হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, তাহারা আপন নবীর আনীত এল্‌ম ছাড়িয়া অন্য নবীর এল্‌ম অথবা নিজেদের কিতাব ছাড়িয়া অন্যের কিতাবের প্রতি আগ্রহান্বিত হইয়া পড়ে। উক্ত বিষয়েই আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিলেন—

اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ. الاية

অর্থ ঃ তাহাদের জন্য কি ইহা যথেষ্ট হয় নাই যে, আমি আপনার প্রতি এই কিতাব নাযিল করিয়াছি। যাহা তাহাদিগকে সর্বদা পাঠ করিয়া

শুনান হইয়া থাকে। নিঃসন্দেহে এই কিতাবের মধ্যে ঈমানদারদের জন্য বড় রহমত ও উপদেশ রহিয়াছে।

হযরত ওমর (রাঃ)এর ঘটনা

খালেদ ইবনে উরফুতা (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট বসিয়াছিলাম, এমন সময় আব্দে কায়েস গোত্রের সূস্ নিবাসী এক ব্যক্তিকে হাজির করা হইল। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, তুমি অমুকের বেটা অমুক আব্দি না? সে বলিল, হাঁ। তিনি নিজের একটি লাঠি দ্বারা তাহাকে মারিলেন। সে বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন! কি অন্যায় হইয়াছে আমার? তিনি বলিলেন, বস। সে বসিলে তিনি পড়িতে লাগিলেন।

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ

অর্থ ঃ 'আলিফ–লাম–রা। এইগুলি হইতেছে সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। আমি ইহাকে নাযেল করিয়াছি কুরআন রূপে আরবী ভাষায়,যেন তোমরা বুঝিতে পার। আমি যে, এই কুরআন আপনার প্রতি প্রেরণ করিয়াছি, ইহা দ্বারা আমি এক অতি উত্তম ঘটনা আপনার নিকট বর্ণনা করিতেছি, আর আপনি ইহার পূর্বে (এই ঘটনা সম্বন্ধে) একেবারেই অনবহিত ছিলেন।'

উক্ত আয়াতগুলি তাহার সম্মুখে তিনবার পড়িলেন ও তাহাকে তিন বার মারিলেন। সেই ব্যক্তি বলিতে লাগিল, কি অন্যায় হইয়াছে আমার? হে আমীরুল মুমিনীন! হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমিই সেই ব্যক্তি যে দানিয়ালের কিতাব নকল করিয়া আনিয়াছ! সে বলিল, আপনি আমাকে যাহা ইচ্ছা আদেশ করুন, আমি উহা পালন করিব। তিনি বলিলেন, যাও,

WWW.BANGLAKITAB.COM

উহা গরম পানিও সাদা পশম (ব্রাশ) দ্বারা মুছিয়া ফেল। তুমিও উহা পাঠ করিবে না এবং আর কেহ যেন উহা পাঠ না করে। যদি আমি আবার জানিতে পারি যে, তুমি উহা পড়িয়াছ অথবা কাহাকেও পড়াইয়াছ তবে তোমাকে কঠিন সাজা দিব। অতঃপর তাহাকে বলিলেন, বস। সে তাঁহার সম্মুখে বসিল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, একবার আমি আহলে কিতাবদের নিকট হইতে একটি কিতাব নকল করিয়া চামড়া দ্বারা আবৃত করিয়া লইয়া আসিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে ওমর! তোমার হাতে উহা কি? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের এল্‌মের সহিত আরো এল্‌ম বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে একটি কিতাব নকল করিয়া আনিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হইলেন এবং তাহার গণ্ডদ্বয় (রাগে) লাল হইয়া গেল। 'আসসালাতু জামেয়াতুন' বলিয়া আওয়াজ লাগান হইল। আনসারগণ বলিতে লাগিলেন, তোমাদের নবী রাগান্বিত হইয়াছেন,তোমরা অস্ত্র ধারণ কর, অস্ত্র ধারণ কর। তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বারকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া লইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে লোক সকল! আমাকে অতীব সারগর্ভ কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক ও চূড়ান্ত কালাম দান করা হইয়াছে, এবং আমার জন্য উহা যথেষ্ট সংক্ষেপ করা হইয়াছে। আমি তোমাদের জন্য উহা স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন রূপে লইয়া আসিয়াছি। তোমরা সংশয়গ্রস্ত হইও না ও সংশয়গ্রস্ত লোকদের ধোঁকায় পড়িও না। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি দাঁড়াইয়া বলিলাম, আমি রব হিসাবে আল্লাহর প্রতি, দ্বীন হিসাবে ইসলামের প্রতি এবং রাসূল হিসাবে আপনার প্রতি সন্তুষ্ট আছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মিম্বার হইতে) নামিয়া আসিলেন। (কান্‌য)

হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি কিতাব লইয়া আসিলেন। যাহা তিনি কোন এক আহলে কিতাবের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একজন আহলে কিতাবের নিকট হইতে একটি সুন্দর কিতাব আনিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত রাগান্বিত হইলেন এবং বলিলেন, হে ইবনে খাত্তাব! তুমি কি দ্বীন সম্পর্কে সংশয়ে পড়িয়া আছ? সেই যাতে পাকের কসম যাহার হাতে আমার প্রাণ, আমি দ্বীনকে তোমাদের নিকট স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন রূপে লইয়া আসিয়াছি। তাহাদিগকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিও না। হয়ত তাহারা সত্য কথা বলিবে আর তোমরা উহাকে মিথ্যা মনে করিবে অথবা তাহারা মিথ্যা বলিবে আর তোমরা উহাকে সত্য মনে করিয়া বসিবে। সেই যাতে পাকের কসম যাহার হাতে আমার প্রাণ, যদি মূসা (আঃ)ও জীবিত থাকিতেন তবে তাঁহার জন্যও আমার অনুসরণ ব্যতীত উপায় থাকিত না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সাবেত (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বনু কোরাইযার আমার এক দুধভাইয়ের নিকট গিয়াছিলাম। সে আমাকে তাওরাত হইতে কিছু মূল্যবান কথা লিখিয়া দিয়াছে। আপনাকে তাহা শুনাইব কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার ভাব পরিবর্তন হইয়া গেল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সাবেত (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার পরিবর্তনকে লক্ষ্য করিতেছ না? হযরত ওমর (রাঃ) তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন—

رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُوْلًا

অর্থাৎ—আমি রব হিসাবে আল্লাহর উপর ও দ্বীন হিসাবে ইসলামের উপর এবং রাসূল হিসাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর উপর সন্তুষ্ট আছি। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগ কাটিয়া গেলে বলিলেন, সেই যাতে পাকের কসম যাঁহার হাতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)–এর প্রাণ, যদি মূসা (আঃ) তোমাদের মধ্যে উপস্থিত হন, অতঃপর তোমরা আমাকে ছাড়িয়া তাঁহার অনুসরণ কর, অবশ্যই তোমরা গোমরাহ হইয়া যাইবে। তোমরা সকল উম্মাতের মধ্যে আমার অংশ এবং আমি সকল নবীদের মধ্যে তোমাদের অংশ। (তাবরানী)

www.BANGLAKITAB.com

হযরত ওমর (রাঃ)এর কঠোর ব্যবহার

মাইমুন ইবনে মেহরান (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, আমরা যখন মাদায়েন জয় করিলাম, আমি তথায় একটি কিতাব পাইয়াছি। যাহাতে খুবই সুন্দর সুন্দর কথা লিপিবদ্ধ আছে। তিনি বলিলেন, উহা কি আল্লাহর কিতাব হইতে উদ্ধৃত? সে বলিল, না। তিনি একটি চাবুক আনাইয়া উহা দ্বারা তাহাকে মারিতে লাগিলেন এবং পড়িতে লাগিলেন—

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا .....

وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ .

অর্থ ঃ আলিফ–লাম–রা। এইগুলি হইতেছে সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। আমি ইহাকে নাযেল করিয়াছি কুরআনরূপে আরবী ভাষায়। যেন তোমরা বুঝিতে পার। আমি যে, এই কুরআন আপনার প্রতি প্রেরণ করিয়াছি, ইহা দ্বারা আমি এক অতি উত্তম ঘটনা আপনার নিকট বর্ণনা করিতেছি, আর আপনি ইহার পূর্বে (এই ঘটনা সম্বন্ধে) একেবারেই অনবহিত ছিলেন।

অতঃপর তিনি বলিলেন, তোমাদের পূর্ববর্তীগণ এইজন্য ধ্বংস হইয়াছে যে, তাহারা তাওরাত ইঞ্জিলকে ছাড়িয়া তাহাদের আলেম ও ধর্মগুরুদের কিতাবের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, ফলে তাওরাত ইঞ্জিল বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ও উহার এল্মও মিটিয়া গিয়াছে। (কান্য)

আহলে কিতাবদের নিকট কিছু জিজ্ঞাসা না করা

হোরাইস ইবনে যোহাইর (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, আহলে কিতাবদিগকে কিছু জিজ্ঞাসা করিও না। কারণ তাহারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হইয়াছে, তোমাদিগকে কখনও পথের সন্ধান দিতে পারিবে না। পরিণামে তোমরা সত্যকে মিথ্যা মনে করিবে অথবা মিথ্যাকে সত্য মনে করিয়া বসিবে।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, যদি একান্ত

তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেই হয় তবে লক্ষ্য করিবে, যাহা আল্লাহর কিতাবের সহিত মিল রাখে তাহা গ্রহণ করিবে আর যাহা আল্লাহর কিতাবের পরিপন্থি হয় তাহা পরিত্যাগ করিবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা আহলে কিতাবদের নিকট কিরূপে জিজ্ঞাসা কর? অথচ তোমাদের নবীর উপর আল্লাহ তায়ালা যে কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন উহা তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান। যাহা তাঁহার প্রভুর নিকট হইতে সদ্য আগত, তাজা ও নির্ভেজাল। আল্লাহ তায়ালা কি তাহার কিতাবে তোমাদিগকে এই সংবাদ দেন নাই যে, তাহারা আল্লাহর কিতাবকে পরিবর্তন ও রদবদল করিয়া ফেলিয়াছে এবং তাহারা নিজ হাতে কিতাব লিখিয়া অতি সামান্য মূল্য (পার্থিব স্বার্থ) পাইবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছে যে, ইহা আল্লাহর কিতাব। তোমাদের নিকট আগত এল্‌ম কি তোমাদিগকে তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে নিষেধ করে নাই? খোদার কসম, তোমাদের উপর যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে উহা সম্পর্কে আমি তাহাদের কাহাকেও তোমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে দেখি না।

অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, তোমরা আহলে কিতাবদের নিকট তাহাদের কিতাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর, অথচ তোমাদের নিকট আল্লাহর কিতাব বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহা আল্লাহর নিকট হইতে সদ্য আগত, তাজা ও নির্ভেজাল।

আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের এল্‌ম দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া

হযরত আবু হোরায়রা ও হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর ঘটনা

শুফাইয়া আসবাহী (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি একবার মদীনা শরীফে গেলেন। দেখিলেন, এক ব্যক্তিকে ঘিরিয়া লোকজন ভীড় করিয়া আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কে? লোকেরা বলিল, আবু হোরায়রা (রাঃ)। তিনি বলেন, আমি তাঁহার কাছে যাইয়া সম্মুখে বসিলাম। তিনি হাদীস বর্ণনা করিতেছিলেন। যখন তিনি কথা শেষ করিলেন এবং লোকজন চলিয়া গেল, আমি তাঁহাকে বলিলাম, আমি আপনাকে আল্লাহর নামে অনুরোধ করিতেছি

WWW.BANGLAKITAB.COM

যে, আপনি অবশ্যই আমার নিকট এমন একটি হাদীস বর্ণনা করিবেন যাহা আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে শুনিয়াছেন, বুঝিয়াছেন ও জানিয়াছেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিলেন, আমি তাহাই করিব। আমি তোমার নিকট এমন একটি হাদীস বর্ণনা করিব যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন এবং আমি তাহা বুঝিয়াছি ও জানিয়াছি। ইহা বলিয়া তিনি এমনভাবে ফোঁপাইয়া উঠিলেন যে, অজ্ঞান হইবার উপক্রম হইলেন। আমরা কিছুক্ষন অপেক্ষা করিলাম। অতঃপর তিনি শান্ত হইলে বলিলেন, আমি অবশ্যই তোমার নিকট এমন একটি হাদীস বর্ণনা করিব যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঘরের ভিতর আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। যখন এই ঘরে আমি ও তিনি ব্যতীত আর কেহই ছিল না। ইহা বলিয়া তিনি পুনরায় পূর্বাপেক্ষা জোরে ফোঁপাইয়া উঠিলেন যে, অজ্ঞান হইবার উপক্রম হইলেন। কিছুক্ষণ পর স্থির হইয়া মুখ মুছিয়া বলিলেন, আমি তাহাই করিব। আমি তোমার নিকট এমন একটি হাদীস বর্ণনা করিব যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট এই ঘরের ভিতর বর্ণনা করিয়াছেন। যখন এই ঘরে তিনি ও আমি ব্যতীত আর কেহই ছিল না। ইহা বলিয়া তিনি পুনরায় জোরে ফোঁপাইয়া উঠিলেন এবং সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। আমি তাঁহাকে দীর্ঘসময় পর্যন্ত ঠেস দিয়া রাখিলাম। অতঃপর জ্ঞান ফিরিলে তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন যে, কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তায়ালা বান্দাগণের বিচারের জন্য অবতরণ করিবেন, সমস্ত উম্মাত সেদিন হাঁটু গাড়িয়া থাকিবে। সর্বপ্রথম যাহাদিগকে ডাকা হইবে তাহাদের মধ্যে একজন সেই ব্যক্তি হইবে যে কুরআন শিক্ষা করিয়াছে। দ্বিতীয় যে আল্লাহর রাস্তায় কতল হইয়াছে। তৃতীয় যে ধনবান ছিল। আল্লাহ তায়ালা কারীকে বলিবেন, আমি কি তোমাকে উহা শিক্ষা দেই নাই যাহা আমি আমার রাসূলের উপর অবতীর্ণ করিয়াছিলাম? সে বলিবে, জ্বী হাঁ, আয় পরওয়ারদিগার! আল্লাহ বলিবেন, তুমি যাহা শিখিয়াছিলে উহার উপর কি আমল করিয়াছ? সে বলিবে, আমি রাত্রদিন উহার মধ্যে মগ্ন থাকিতাম। আল্লাহ বলিবেন, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। ফেরেশতাগণ বলিবেন,

তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। আল্লাহ বলিবেন, বরং তোমার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, লোকে বলিবে, অমুক একজন ক্বারী। এবং তাহা বলা হইয়াছে। তারপর ধনবান ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হইবে। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বলিবেন, আমি কি তোমার রিযিক প্রশস্ত করিয়া দেই নাই যেন তুমি কাহারো মুখাপেক্ষী না হও? সে বলিবে হাঁ, আয় পরওয়ারদিগার। আল্লাহ বলিবেন, তবে আমি তোমাকে যাহা দিয়াছিলাম উহা দ্বারা কি আমল করিয়াছ? সে বলিবে, আমি উহা দ্বারা আত্মীয়-স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছি ও সদকা করিয়াছি। আল্লাহ বলিবেন, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। ফেরেশতাগণ বলিবেন, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। আল্লাহ বলিবেন, বরং তোমার উদ্দেশ্য ছিল, লোকে বলিবে অমুক বড় দানশীল। তাহা বলা হইয়াছে। অতঃপর যে আল্লাহর রাস্তায় কতল হইয়াছে তাহাকে উপস্থিত করা হইবে। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বলিবেন, তুমি কি জন্য কতল হইয়াছ? সে বলিবে, আমাকে তোমার রাস্তায় জেহাদ করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং আমি জেহাদ করিতে করিতে কতল হইয়া গিয়াছি। আল্লাহ বলিবেন, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। ফেরেশতাগণ বলিবেন, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। আল্লাহ বলিবেন, বরং তোমার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, লোকে বলিবে অমুক বড় বাহাদুর। তাহা বলা হইয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাঁটুর উপর চাপড় দিয়া বলিলেন, হে আবু হোরায়রা! আল্লাহর মাখলুকের মধ্যে ইহারাই সেই তিন প্রকারের লোক যাহাদের দ্বারা কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম জাহান্নামকে প্রজ্বলিত করা হইবে।

আবু ওসমান মদনী (রহঃ) বলেন, ওকবা আমাকে বলিয়াছেন যে, এই শুফাইয়া আসবাহীই হযরত মুআবিয়া (রাঃ)কে যাইয়া এই ঘটনা শুনাইয়াছেন। আবু ওসমান (রহঃ) বলেন, আ'লা ইবনে হাকীম যিনি হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর জল্লাদ ছিলেন, বলিয়াছেন যে, হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে উক্ত হাদীস বর্ণনা করিলে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলিলেন, ইহাদের বিচার এই রকম হইয়াছে। বাকী লোকদের কি অবস্থা হইবে? ইহা বলিয়া তিনি এত কাঁদিলেন যে, আমরা ভাবিলাম তিনি বুঝি শেষ হইয়া যাইবেন। আমরা বলাবলি করিতে

www.BANGLAKITAB.com

লাগিলাম, লোকটি আমাদের নিকট এক আপদ লইয়া আসিয়াছে। কিছুক্ষণ পর হযরত মুআবিয়া (রাঃ) শান্ত হইয়া মুখ মুছিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সত্য বলিয়াছেন।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

অর্থ ঃ যাহারা কেবল পার্থিব জীবন ও উহার জাঁকজমক কামনা করে, আমি তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকর্মগুলি (র ফল) দুনিয়াতেই পরিপূর্ণরূপে প্রদান করিয়া দেই এবং দুনিয়াতে তাহাদের জন্য কিছুই কম করা হয় না। ইহারা এমন লোক যে, তাহাদের জন্য আখেরাতে জাহান্নাম ব্যতীত আর কিছুই নাই, আর তাহারা যাহা কিছু করিয়াছিল, তাহা সমস্তই আখেরাতে অকেজো হইবে এবং যাহা কিছু করিতেছে তাহাও বিফল হইবে। (তিরমিযী)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর ক্রন্দন

আবু সালমা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আ'স (রাঃ) মারওয়া পাহাড়ের উপর একত্রিত হইয়া কথাবার্তা বলিলেন। তারপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) চলিয়া গেলেন। আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) সেখানে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এক ব্যক্তি বলিল, আবু আবদুর রহমান, আপনি কেন কাঁদিতেছেন? তিনি বলিলেন, এই ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলিতেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ স াল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন—যাহার অন্তরে রাই পরিমাণ অহঙ্কার থাকিবে আল্লাহ পাক তাহাকে উপুড় করিয়া জাহান্নামে ফেলিবেন। (তারগীব)

হযরত ইবনে রাওয়াহা ও হযরত হাসসান (রাঃ)এর ক্রন্দন

আবুল হাসান (রহঃ) বলেন, সূরা সুআ'রা নাযিল হইবার পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ও হাসসান ইবনে সাবেত (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে আসিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদের সম্মুখে পড়িতেছিলেন–

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ

অর্থাৎ–কবিদের অনুসরণ গোমরাহ লোকেরাই করে। তারপর যখন–

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

(অর্থাৎ কিন্তু যাহারা নেক আমল করে) পর্যন্ত পৌঁছিলেন, বলিলেন, তোমরা (এই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত।) অতঃপর পড়িলেন—

وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا

অর্থাৎ এবং আল্লাহকে বেশী বেশী করিয়া স্মরণ করে। বলিলেন, তোমরা (এই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত)

অতঃপর পড়িলেন—

وَانْتَصَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا

অর্থাৎ তাহারা অত্যাচারিত হইবার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছে। বলিলেন, তোমরা (এই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত)

ইয়ামানবাসীদের কুরআন শুনিয়া ক্রন্দন

আবু সালেহ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খেলাফতের যুগে যখন ইয়ামানবাসীগণ আসিলেন, তাঁহারা কুরআন শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমরা এই রকমই ছিলাম। কিন্তু পরে অন্তর মজবুত হইয়া গিয়াছে। আবু নুয়াইম এইখানে 'কাসাতিল কুলুব' শব্দটির অর্থ এইরূপ করিয়াছেন যে, অতঃপর আল্লাহর মা'রেফাতের দ্বারা অন্তর মজবুত ও শান্ত হইয়া গিয়াছে। (কান্য)

WWW.BANGLAKITAB.COM

যে আলেম অপরকে শিক্ষা দেয় না এবং যে জাহেল শিক্ষা গ্রহণ করে না তাহাদিগকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা

হযরত আবযা খুযায়ী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোতবা দিতে যাইয়া একদল মুসলমানের প্রশংসা করিলেন। তারপর বলিলেন, কি হইয়াছে সেই সকল লোকদের যাহারা নিজের প্রতিবেশীদিগকে দ্বীনি মাসায়েল শিক্ষা দেয় না, দ্বীনি এল্‌ম শিক্ষা দেয় না, তাহাদিগকে জ্ঞান দান করে না, (সৎ কাজের) আদেশও করে না (অসৎ কাজ হইতে) নিষেধও করে না? কি হইয়াছে সেই সকল লোকদের যাহারা তাহাদের প্রতিবেশীর নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করে না, মাসায়েল শিক্ষা করে না, জ্ঞান অর্জন করে না? খোদার কসম, হয় তাহারা নিজের প্রতিবেশীকে শিক্ষা দিবে, জ্ঞান দান করিবে,মাসায়েল শিক্ষা দিবে, তাহাদিগকে (সৎ কাজের) আদেশ করিবে, (অসৎ কাজ হইতে) নিষেধ করিবে এবং অপর দল নিজের প্রতিবেশীর নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিবে, জ্ঞান অর্জন করিবে, মাসায়েল শিক্ষা করিবে, আর না হয় আমি তাহাদিগকে এই দুনিয়াতেই শাস্তি প্রদান করিব। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বার হইতে অবতরণ করিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। কিছু লোক বলাবলি করিতে লাগিলে যে, কি ধারণা তোমাদের? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাহাদের উদ্দেশ্যে ইহা বলিয়াছেন? তাহারা বলিল, আমাদের মনে হয় আশআরী গোত্রীয়দের উদ্দেশ্যেই বলিয়াছেন। কারণ তাহারা নিজেরা আলেম কিন্তু তাহাদের প্রতিবেশী আরব বেদুঈন ও যাযাবরগণ অজ্ঞ। এই সংবাদ আশআরীদের নিকট পৌঁছিলে তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কি হইয়াছে যে, অপরাপর লোকদিগকে আপনি ভাল বলিলেন এবং আমাদিগকে খারাপ বলিলেন? তিনি বলিলেন, হয় তাহারা আপন প্রতিবেশীদিগকে এল্‌ম দান করিবে, মাসায়েল শিক্ষা দিবে, জ্ঞান দান করিবে, তাহাদিগকে (সৎ কাজের) আদেশ করিবে, (অসৎ কাজ হইতে) নিষেধ করিবে এবং অপর দল তাহাদের প্রতিবেশীগণ হইতে এল্‌ম হাসিল করিবে, জ্ঞান

অর্জন করিবে, মাসায়েল শিক্ষা করিবে; আর না হয় আমি তাহাদিগকে এই দুনিয়াতেই শাস্তি প্রদান করিব। তাঁহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি অপর লোকদিগকে জ্ঞান দান করিব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ব কথার পুনরাবৃত্তি করিলেন। তাহারা আবার জিজ্ঞাসা করিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় একই কথা বলিলেন। তাঁহারা বলিলেন, আমাদিগকে এক বৎসর সময় দিন। তিনি তাহাদিগকে এক বৎসর সময় দিলেন, যেন তাহারা তাহাদিগকে মাসায়েল শিক্ষা দেয়, এল্‌ম শিক্ষা দেয় ও জ্ঞান দান করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

অর্থ ঃ বনী ইসরাঈলদের মধ্যে যাহারা কাফের ছিল, তাহাদের উপর লা'নত করা হইয়াছিল—দাউদ এবং ঈসা ইবনে মারইয়ামের মুখে; এই লা'নত এই কারণে করা হইয়াছিল যে, তাহারা আদেশের বিরোধিতা করিয়াছিল এবং সীমার বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। যে অন্যায় কাজ তাহারা করিয়াছিল, তাহা হইতে তাহারা নিবৃত্ত হইতেছিল না; বাস্তবিকই, তাহাদের কাজগুলি ছিল অত্যন্ত গর্হিত। (কান্য)

যে ব্যক্তি এল্‌ম ও ঈমান অর্জন করিতে চাহিবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে উহা দান করিবেন

হযরত মুআয (রাঃ)এর উপদেশ

আবদুল্লাহ ইবনে সালামা (রহঃ) বলেন, হযরত মুআয (রাঃ)এর ইন্তেকালের সময় এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া কাঁদিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, কেন কাঁদিতেছ? সে বলিল, খোদার কসম, আপনার সহিত

WWW.BANGLAKITAB.COM

কোনপ্রকার আত্মীয়তার কারণে অথবা আপনার নিকট হইতে পাইতাম এমন কোন দুনিয়ার বস্তু হারাইবার আশঙ্কায় কাঁদিতেছি না। বরং আমি আপনার নিকট হইতে যে এল্‌ম হাসেল করিতাম তাহা হারাইবার আশঙ্কায় কাঁদিতেছি। তিনি বলিলেন, কাঁদিও না, কারণ যে এল্‌ম ও ঈমান হাসেল করিতে চাহিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে উহা দান করিবেন ; যেমন ইবরাহীম (আঃ)কে দান করিয়াছিলেন, অথচ সেই সময় কোন এল্‌ম ও ঈমান দুনিয়াতে বিদ্যমান ছিল না।

হারেস ইবনে ওমায়রাহ (রহঃ) বলেন, হযরত মুআ'য (রাঃ)এর ইন্তেকালের সময় ঘনাইয়া আসিলে তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত সকলেই কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কেন কাঁদিতেছ? তাঁহারা বলিলেন, আমরা ঐ এল্‌মের জন্য কাঁদিতেছি যাহা আপনার ইন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া যাইবে। তিনি বলিলেন, এল্‌ম ও ঈমান কেয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে। যে উহার অনুসন্ধান করিবে সে পাইবে। কিতাব ও সুন্নাত এর মধ্যে উহা নিহিত রহিয়াছে। প্রত্যেক কথাকে (আল্লাহর) কিতাব দ্বারা যাচাই করিবে। (আল্লাহর) কিতাবকে (অন্যের) কথার দ্বারা যাচাই করিবে না। হযরত ওমর, ওসমান ও হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট এল্‌ম তালাশ করিবে। যদি তাহাদিগকে না পাও তবে (এই) চার ব্যক্তির নিকট এল্‌ম তালাশ করিবে, ওয়াইমের (হযরত আবু দারদা (রাঃ)),ইবনে মাসউদ, সালমান ও (আবদুল্লাহ) ইবনে সালাম (রাঃ)—যিনি পূর্বে ইহুদী ছিলেন পরে মুসলমান হইয়াছেন। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি যে, এই ব্যক্তি (আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ)) জান্নাতী ব্যক্তিগণের মধ্যে দশম ব্যক্তি। আলেমের পদস্খলন হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। হক কথা যে কেহ বলে, গ্রহণ করিবে। অন্যায়কে যে কেহই উপস্থাপন করুক তাহা প্রত্যাখ্যান করিবে। (কান্‌য)

ইয়াযীদ ইবনে ওমায়রা (রহঃ) বলেন, হযরত মুআয (রাঃ) মৃত্যুশয্যায় একবার অজ্ঞান হইয়া পড়েন আবার জ্ঞান ফিরিয়া পান, এমন হইতেছিল। একবার এমন অজ্ঞান হইলেন যে, আমরা ভাবিলাম তাঁহার বুঝি ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে। আমি তাঁহার সম্মুখে বসিয়া কাঁদিতেছিলাম। এমতাবস্থায় তাঁহার

জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তিনি বলিলেন, কেন কাঁদিতেছ? আমি বলিলাম, খোদার কসম, কোন দুনিয়ার বস্তু যাহা আপনার নিকট হইতে লাভ করিতাম তাহা হারাইবার দুঃখে অথবা আপনার ও আমার মধ্যে কোন আত্মীয়তার কারণে কাঁদিতেছি না। বরং সেই এল্‌ম ও ফয়সালাদির জন্য কাঁদিতেছি, যাহা আপনার নিকট হইতে শুনিতাম, আজ তাহা বিদায় হইতেছে। তিনি বলিলেন, কাঁদিও না। এল্‌ম ও ঈমান সর্বদা বিদ্যমান থাকিবে। যে উহা অনুসন্ধান করিবে সে পাইবে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) উহাকে যেখানে তালাশ করিয়াছিলেন তুমিও সেখানে তালাশ কর। তিনি যখন অজ্ঞ ছিলেন আল্লাহর নিকট দোয়া করিয়াছিলেন। যেমন তিনি বলিয়াছিলেন—

إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ

অর্থ ঃ আমি তো আমার রব্বের দিকে চলিয়া যাইতেছি, তিনি আমাকে পৌঁছাইয়া দিবেনই।

আমার পর চার ব্যক্তির নিকট এল্‌ম তালাশ করিবে। যদি তাহাদের কাহারো নিকট না পাও তবে লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিবে। জ্ঞানের ভাণ্ডার হইলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম, সালমান ও ওয়াইমের আবু দারদা (রাঃ)। আলেমের ভুল ভ্রান্তি হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। মুনাফেকের নির্দেশনা হইতে দূরে থাকিবে। আমি বলিলাম, আলেমের ভুল ভ্রান্তি আমি কি করিয়া বুঝিব? তিনি বলিলেন, উহা এমন একটি গোমরাহীর কথা যাহা শয়তান কোন (আলেম) ব্যক্তির জিহ্বার উপর রাখিয়া দেয়, সে উহা ধারণ করিতে পারে না (বিধায় প্রকাশ করিয়া দেয়), এবং তাহার নিকট হইতে এমন কথা কেহ আশাও করে না। মুনাফেকও কখনও হক কথা বলিয়া ফেলে। কাজেই এল্‌ম যেখান হইতে আসুক তাহা গ্রহণ করিবে। কারণ হকের সহিত নূর থাকে। জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয় হইতে দূরে থাকিবে।

আমর ইবনে মাইমূন (রহঃ) বলেন, আমাদের ইয়ামান থাকাকালীন হযরত মুআ'য (রাঃ) ইয়ামানে আসিলেন। তিনি বলিলেন, হে ইয়ামানবাসী, ইসলাম গ্রহণ কর, শান্তি পাইবে। আমি তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.BANGLAKITAB.com

ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি হিসাবে আসিয়াছি। আম্‌র বলেন, আমার অন্তরে তাঁহার প্রতি ভালবাসা জন্মিয়া গেল। সুতরাং মৃত্যু পর্যন্ত আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া যাই নাই। যখন তাঁহার মৃত্যুর সময় সন্নিকট হইল, আমি কাঁদিতে লাগিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন কাঁদিতেছ? আমি বলিলাম, সেই এল্‌মের জন্য কাঁদিতেছি যাহা আপনার সহিত বিদায় হইয়া যাইবে। তিনি বলিলেন, এল্‌ম ও ঈমান কেয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে। (কান্‌য)

ঈমান, এল্‌ম ও আমল এক সাথে শিক্ষা করা সাহাবা (রাঃ)দের বর্ণনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি আমার জীবনের এক যুগে দেখিয়াছি যে, আমরা কুরআনের পূর্বে ঈমান শিক্ষা করিতাম। হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর উপর সূরা নাযেল হইত। আর আমরা উহার মধ্যেকার হালাল ও হারামকে শিক্ষা করিতাম। কোন্ জায়গায় ওয়াক্‌ফ করিতে হইবে তাহাও শিক্ষা করিতাম। যেমন তোমরা শিখিতেছ। কিন্তু পরে এমন কিছু লোককে দেখিয়াছি যাহারা ঈমানের পূর্বে কুরআন শিক্ষা করিয়াছে। তাহারা সূরা ফাতেহা হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িয়া ফেলে কিন্তু কুরআন তাহাদিগকে কি আদেশ করিতেছে, কি নিষেধ করিতেছে তাহারা কিছুই বুঝে না। ইহাও বুঝে না যে, কোন্ জায়গায় থামিতে হইবে। তাহারা যেন কুরআনকে এমনভাবে ছিটাইতেছে যেমন নিরস খেজুর ছিটানো হয়। (তাবরানী)

হযরত জুন্দুব ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমরা কতিপয় যুবক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে ছিলাম। আমরা কুরআনের পূর্বে ঈমান শিক্ষা করিয়াছি। পরে যখন কুরআন শিখিয়াছি উহাতে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে।

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যখন কুরআনের কোন সূরা অথবা আয়াত নাযেল হইত, মুমিনীনদের

ঈমান ও খুশু বৃদ্ধি পাইত। এবং কুরআন যাহা নিষেধ করিত উহা হইতে তাঁহারা বিরত হইয়া যাইতেন। (কান্‌য)

সাহাবা (রাঃ) কিরূপে কুরআনের আয়াত শিক্ষা করিতেন

আবু আবদির রহমান সুলামী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী যিনি আমাদিগকে কুরআন শিক্ষা দিতেন তিনি বলিয়াছেন যে,তাঁহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে দশটি আয়াত শিক্ষা করিয়া যতক্ষণ না উহার মধ্যেকার এল্‌ম ও আমল সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত হইতেন, ততক্ষণ অন্য দশ আয়াত তাঁহারা শিক্ষা করিতেন না। তাঁহারা বলিয়াছেন, আমরা এল্‌ম ও আমল একসাথে অর্জন করিয়াছি।

আবু আবদির রহমান (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, আমরা কুরআন ও উহার উপর আমল করা একসাথে শিক্ষা করিতাম। কিন্তু আমাদের পরে এমন লোকেরা কুরআনের উত্তরাধিকারী হইবে যে, তাঁহারা উহাকে পানির মত পান করিবে। কিন্তু কুরআন তাহাদের কণ্ঠনালীর নিম্নভাগও অতিক্রম করিবে না। বরং এই জায়গাও অতিক্রম করিবে না—কণ্ঠনালীর উপরি ভাগের প্রতি ইঙ্গিত করিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে দশ আয়াত শিক্ষা করার পর ততক্ষণ আমরা অপর দশ আয়াত শিক্ষা করিতাম না যতক্ষণ না উক্ত দশ আয়াতে যাহা আছে তাহা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইতাম।

বর্ণনাকারী শরীক (রহঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, 'যাহা আছে' বলিতে তিনি কি উক্ত আয়াতে বর্ণিত আমলকে বুঝাইয়াছেন? বলিলেন, হাঁ। (কান্‌য)

www.BANGLAKITAB.com

দ্বীন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় এল্‌ম হাসিল (অর্জন) করা

হযরত সালমান (রাঃ)এর নসীহত

হাফস ইবনে ওমর সা'দী (রহঃ) তাঁহার চাচা হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত সালমান (রাঃ) হযরত হোযাইফা (রাঃ)কে বলিলেন, হে বনী আবসের ভাই! এল্‌ম তো অনেক, কিন্তু জীবনের সময় অনেক কম। কাজেই তুমি তোমার দ্বীন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় এল্‌ম অর্জন কর। ইহা ব্যতীত যাহা আছে উহাকে পরিত্যাগ কর, উহার জন্য কষ্ট করিও না।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি হযরত সালমান (রাঃ)এর সঙ্গী হইল। সে দাজলা নদী হইতে পানি পান করিলে হযরত সালমান (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, আবার পান কর। সে বলিল, আমি পরিতৃপ্ত হইয়া গিয়াছি। তিনি বলিলেন, তুমি কি মনে করিতেছ যে, তোমার পান করার দ্বারা ইহাতে কোনপ্রকার কম হইয়াছে? সে বলিল, আমি যাহা পান করিয়াছি তাহাতে ইহার মধ্যে একটুও কম হয় নাই। তিনি বলিলেন, এল্‌মও এইরকমই কমে না। কাজেই তোমার প্রয়োজনীয় এল্‌ম তুমি অর্জন কর। (আবু নুআঈম)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর নসীহত

মুহাম্মাদ ইবনে আবি কায়লাহ (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর নিকট এল্‌ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়া চিঠি লিখিল। হযরত ওমর (রাঃ) উত্তরে লিখিলেন, তুমি আমাকে এল্‌ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়া চিঠি লিখিয়াছ। এল্‌ম সম্পর্কে আমি তোমাকে লিখি, ইহা হইতে এল্‌মের মর্যাদা অনেক ঊর্ধে। তবে তুমি যদি মুসলমানের আব্রু হইতে নিজের জিহ্বাকে রক্ষা করিয়া, তাহাদের খুন হইতে নিজের পিঠকে হালকা রাখিয়া, তাহাদের মাল হইতে পেটকে খালি রাখিয়া ও তাহাদের জামাতের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পার, তবে করিও। (কান্‌য)

দ্বীন, ইসলাম ও ফরজ আহকাম শিক্ষা দেওয়া

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর ঘটনা

হযরত আবু রিফাআ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এমন সময় উপস্থিত হইলাম যখন তিনি খোতবা দিতেছিলেন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, একজন বিদেশী লোক তাহার দ্বীন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছে। কারণ সে দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোতবা ছাড়িয়া আমার নিকট আসিলেন। একটি কুরসী (চেয়ার) আনা হইল। যাহার পায়া মনে হয় লোহার ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাতে বসিলেন এবং আমাকে আল্লাহ প্রদত্ত এল্‌ম শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তারপর ফিরিয়া যাইয়া বাকী খোতবা পুরা করিলেন। (কান্‌যুল উম্মাল)

জারীর (রহঃ) বলেন, এক আরব বেদুইন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, আমাকে ইসলাম শিক্ষা দিন। তিনি বলিলেন, তুমি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং মুহাম্মাদুর রাসলুল্লাহএর সাক্ষ্য দিবে। নামায কায়েম করিবে, যাকাৎ দিবে। রমযান মাসে রোযা রাখিবে। বাইতুল্লার হজ্ব করিবে। নিজের জন্য যাহা অপছন্দ কর অপরের জন্য তাহা অপছন্দ করিবে।

মুহাম্মাদ ইবনে উমারাহ (রহঃ) বলেন, ফারওয়া ইবনে মুসাইক মুরাদী (রাঃ) কিন্দাহ এর বাদশাহগণকে পরিত্যাগ করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য স্বীকার করিলেন। এবং প্রতিনিধিরূপে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলেন। তিনি হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ (রাঃ)এর নিকট মেহমান হইলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) তাঁহাকে কুরআন, ইসলামী ফারায়েজ ও আদব কায়দা শিক্ষা দিতেন।

হযরত দুবাআহ বিনতে যুবায়ের (রাঃ) বলেন, ইয়ামান হইতে বাহরা এর প্রতিনিধি দল আসিল। তাহারা তের জন ছিল। তাহারা নিজেদের বাহনের লাগাম ধরিয়া বনী জাদিলায় অবস্থিত হযরত মেকদাদ ইবনে আমর (রাঃ)এর দরজায় উপস্থিত হইল। হযরত মেকদাদ (রাঃ) বাহির হইয়া তাহাদিগকে

www.BANGLAKITAB.com

মারহাবা দিলেন এবং নিজ বাড়ীতে স্থান দিলেন। অতঃপর তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিল এবং ফরজ আহকাম ইত্যাদি শিক্ষা করিল। তাহারা অনেক দিন অবস্থান করিল। তারপর তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিটক বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে সফরের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিবার জন্য আদেশ করিলেন। অতঃপর তাহারা নিজেদের দেশে ফিরিয়া গেল। (ইবনে সা'দ)

হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)এর দ্বীন শিক্ষা দান

ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) উভয়ই লোকদিগকে এইভাবে ইসলাম শিক্ষা দিতেন যে, আল্লাহর এবাদত করিবে, তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না এবং সময় মত আল্লাহর ফরজকৃত নামায আদায় করিবে। কারণ উহা আদায়ে ত্রুটি করা ধ্বংস টানিয়া আনে। খোশ দিলে ও সন্তুষ্টচিত্তে যাকাত দিবে। রমজানে রোযা রাখিবে। আমীরের কথা শুনিবে ও মানিবে।

হাসান (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক বেদুইন আসিয়া হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, আমাকে দ্বীন শিক্ষা দিন। তিনি বলিলেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং মুহাম্মাদুর রাসলুল্লাহএর সাক্ষ্য দিবে। নামায কায়েম করিবে। যাকাত দিবে। হজ্ব করিবে ও রমজানের রোযা রাখিবে। মানুষের প্রকাশ্য বিষয়ের উপর বিচার করিবে। গোপন বিষয় হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। লজ্জাকর বিষয় হইতে দূরে থাকিবে। যখন আল্লাহর সহিত তোমার দেখা হইবে তখন বলিবে, ওমর আমাকে এইগুলির আদেশ করিয়াছিল।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক আরব বেদুইন আসিয়া হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, আমাকে দ্বীন শিক্ষা দিন। তিনি তাহাকে উপরোক্ত কথাগুলি বলিলেন। অতঃপর বলিলেন, হে আল্লাহর বান্দা, এই কথাগুলি গ্রহণ কর, এবং যখন আল্লাহর সহিত তোমার

দেখা হইবে তখন যাহা ইচ্ছা বলিও।

হাসান (রহঃ) হইতে অপর একটি রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, আমি একজন গ্রাম্য লোক, আমার অনেক কাজ। আপনি আমাকে নির্ভরযোগ্য কিছু বলিয়া দিন এবং পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিন। তিনি বলিলেন, মনোযোগ দিয়া শুন এবং তোমার হাত আমাকে দাও। সে হাত দিলে তিনি বলিলেন, আল্লাহর এবাদত করিবে, তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না। নামায আদায় করিবে। ফরয যাকাত আদায় করিবে। হজ্ব ও ওমরা করিবে। (আমীরকে) মানিয়া চলিবে। লোকদের প্রকাশ্য বিষয়ের উপর বিচার করিবে। গোপন বিষয় হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। এমন কাজ করিবে যাহার আলোচনায় ও প্রকাশে তুমি লজ্জাবোধ কর না বা তোমার সম্মানের হানি হয় না। এমন কর্ম হইতে বিরত থাকিবে যাহার আলোচনায় ও প্রকাশে তুমি লজ্জাবোধ কর বা সম্মানহানিকর হয়। সে বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, আমি এই কথাগুলির উপর আমল করিব এবং যখন আল্লাহর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে তখন বলিব ওমর আমাকে এই সকল কথা বলিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, এইগুলি গ্রহণ কর এবং যখন তোমার পরওয়ারদিগরের সহিত তোমার দেখা হইবে তখন যাহা ইচ্ছা বলিও। (কান্য)

নামায শিক্ষা দান

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর নামায শিক্ষা দান

আবু মালেক আশজায়ী (রহঃ) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কেহ মুসলমান হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম আমাদিগকে নামায শিক্ষা দিতেন অথবা বলিয়াছেন, সর্বপ্রথম তাহাকে নামায শিক্ষা দিতেন।

হাকাম ইবনে ওমায়ের (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে এইভাবে শিক্ষা দিতেন যে, যখন তোমরা নামাযে দাঁড়াইবে, তাকবীর বলিবে, হাত উঠাইবে কিন্তু কানের উপর উঠাইবে না। তারপর বলিবে—

www.BANGLAKITAB.com

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ

وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ (কান্য)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবা (রাঃ)দের তাশাহ্হুদ শিক্ষা দান

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) আমাদিগকে মিম্বারে বসিয়া এমনভাবে তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিতেন, যেমন উস্তাদ ছোট ছেলেদেরকে মক্তবে শিক্ষা দিয়া থাকে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) আমার হাত ধরিয়া আমাকে তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে হাত ধরিয়া এইরূপ তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিয়াছেন—

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلْمُبَارَكَاتُ لِلّٰهِ

আবদুর রহমান ইবনে আব্দে কারী (রহঃ) বলিয়াছেন যে, তিনি হযরত ওমর (রাঃ)কে মিম্বারে বসিয়া লোকদিগকে উপরোক্ত তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিতে শুনিয়াছেন। তিনি বলিতেছিলেন, বল—

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, আমাদিগকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিতেন যেমন, কুরআনের কোন সূরা শিক্ষা দিতেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এমনভাবে তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিয়াছেন যে, আমার হাত তাঁহার হাতের মাঝখানে ছিল, যেমন কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে বয়ানের পূর্বে খোত্বা অথবা বলিয়াছেন, অত্যন্ত সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত কালাম ও বয়ানের পূর্বে খোত্বা শিক্ষা দিতেন এবং নামাযের খোত্বা অর্থাৎ সানা ও সালাতুল হাজাতের দোয়া শিক্ষা দিয়াছেন। অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ তাশাহ্হুদের উল্লেখ করিয়াছেন।

আসওয়াদ (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) আমাদিগকে এমনভাবে তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিতেন যেমন কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। এবং উহার মধ্যে আলিফ ও ওয়াও এর ভুল হইলেও ধরিতেন। (কান্যুল উম্মাল)

হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর নামায শিক্ষা দান

যায়েদ ইবনে ওহাব (রহঃ) বলেন, হযরত হোযাইফা (রাঃ) মসজিদে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, এক ব্যক্তি নামায পড়িতেছে, কিন্তু রুকু, সেজদা পূর্ণরূপে আদায় করিতেছে না। সে যখন নামায শেষ করিল, তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কতদিন যাবৎ এইরূপ নামায পড়িতেছ? সে বলিল, চল্লিশ বৎসর যাবৎ। হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলিলেন, তুমি চল্লিশ বৎসর যাবৎ কোন নামাযই পড় নাই। এইরূপ নামাযের উপর যদি তোমার মৃত্যু হইত তবে তুমি মুহাম্মাদ (সঃ)এর তরীকা ব্যতীত ভিন্ন তরীকার উপর মৃত্যুবরণ করিতে। তারপর তাহাকে নামায শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এবং বলিলেন, কোন ব্যক্তি রুকু-সেজদা পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করিয়াও নামায়কে সংক্ষেপ করিতে পারে। (কান্য)

দোয়া ও যিকির শিক্ষাদান

পাঁচ হাজার বকরির পরিবর্তে পাঁচটি কলেমা

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, তোমাকে পাঁচ হাজার বকরী দিব, না পাঁচটি এমন কলেমা শিক্ষা দিব,যাহাতে তোমার দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, পাঁচ হাজার বকরী তো অনেক, তথাপি (পাঁচটি কলেমাই) শিক্ষা দিন। তিনি বলিলেন, বল—

WWW.BANGLAKITAB.COM

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ ذَنْبِىْ وَوَسِّعْ لِىْ خُلُقِىْ وَطَيِّبْ لِىْ كَسْبِىْ وَقَنِّعْنِىْ بِمَا رَزَقْتَنِىْ وَلَا تُذْهِبْ قَلْبِىْ اِلٰى شَىْءٍ صَرَفْتَهٗ عَنِّىْ

অর্থ ঃ 'আয় আল্লাহ, আমার গুনাহ মাফ করিয়া দিন, আমার আখলাককে প্রশস্ত করিয়া দিন, আমার উপার্জনকে পবিত্র (হালাল) করিয়া দিন, যাহা কিছু আপনি আমাকে দান করিয়াছেন উহার উপর আমাকে তুষ্ট করিয়া দিন এবং আমার দিলকে এমন জিনিসের প্রতি ধাবিত করিবেন না যাহা আমাকে আপনি না দেওয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন।'

হযরত জা'ফর (রাঃ)এর শিক্ষা দান

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি নিজের মেয়েদিগকে নিম্নোক্ত কলেমাগুলি শিক্ষা দিতেন ও উহা পড়িবার জন্য আদেশ করিতেন। তিনি বলিয়াছেন যে, এই কলেমাগুলি তিনি হযরত আলী (রাঃ) হইতে শিখিয়াছেন, এবং হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন কারণে অস্থির হইতেন ও কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হইতেন তখন এই কলেমাগুলি পড়িতেন—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

অর্থ ঃ 'আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও মেহেরবান,সমস্ত পবিত্রতা তাহারই জন্য, আল্লাহ বরকতময়, সমস্ত জগত ও আরশে আযীমের প্রতিপালক, সমস্ত প্রশংসা তাহারই জন্য, তিনি রাব্বুল আলামীন। (কান্য)

হযরত আলী (রাঃ)এর শিক্ষা দান

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রাঃ) বলিয়াছেন, হযরত আলী (রাঃ) আমাকে বলিলেন, হে আমার ভাতিজা, আমি তোমাকে কয়েকটি কলেমা শিক্ষা দিব, যাহা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় উহা পড়িবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ

তিনবার,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

তিনবার এবং

تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হইতে কতিপয় দোয়া ও যিকির

হযরত সা'দ ইবনে জুনাদাহ (রাঃ) বলেন, তায়েফবাসীগণের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়াছিলাম। আমি তায়েফের উঁচু এলাকা হইতে সকালবেলা রওয়ানা হইয়া আসরের সময় মিনাতে পৌঁছিলাম। পাহাড় ডিঙ্গাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিলাম ও ইসলাম গ্রহণ করিলাম। তিনি আমাকে সূরা কুলহুআল্লাহ্ ও সূরা যিল্যাল্ এবং এই কলেমাগুলি শিক্ষা দিলেন—

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

এবং বলিলেন, ইহাই সেই নেকী, যাহা চিরকাল থাকিবে।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে সকালবেলা এই দোয়া পড়িতে শিক্ষা দিতেন—

WWW.BANGLAKITAB.COM

اَصْبَحْنَا عَلٰى فِطْرَةِ الْاِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْاِخْلَاصِ وَسُنَّةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِلَّةِ اَبِيْنَا اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

অর্থ ঃ 'আমরা দ্বীনে ইসলাম, কলেমায়ে এখলাস, আমাদের নবী মুহাম্মাদসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সুন্নাত ও মিল্লাতে ইবরাহীম (আঃ)এর উপর সকাল করিলাম। যিনি সকল দ্বীন হইতে বিমুখ হইয়া এক আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, এবং তিনি মুশরেকদের অন্তর্গত ছিলেন না।'

সন্ধ্যা বেলায়ও এইরকম দোয়া পড়িতে শিক্ষা দিতেন। (কান্য)

হযরত সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে এই কলেমাগুলি এমনভাবে শিক্ষা দিতেন যেমন উস্তাদ ছোট ছেলেদেরকে লেখা শিক্ষা দেয়—

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ ـ

অর্থ ঃ 'আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট কৃপণতা হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি, কাপুরুষতা হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি, আমি আপনার নিকট নিকৃষ্ট জীবনে (বার্ধক্যে) নিপতিত হওয়া হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি, আর আশ্রয় চাহিতেছি দুনিয়ার ফেৎনা ও কবরের আযাব হইতে।'

আবদুল্লাহ তাহার পিতা হারেস ইবনে নওফাল (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে জানাযার দোয়া এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاِخْوَانِنَا وَاَخَوَاتِنَا وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِنَا ! اَللّٰهُمَّ ! هٰذَا عَبْدُكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَلَا نَعْلَمُ اِلَّا خَيْرًا وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَلَهٗ !

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আমাদের ভাই ও বোনদিগকে মা'ফ করিয়া দিন। আমাদের পরস্পর (ঝগড়া বিবাদ) মিমাংসা করিয়া দিন। আমাদের অন্তরগুলিকে মিলাইয়া দিন। আয় আল্লাহ, এই ব্যক্তি আপনার বান্দা, অমুকের বেটা অমুক, আমরা তাহাকে ভাল বলিয়াই জানি। আপনি তাহাকে আমাদের অপেক্ষা অধিক জানেন। আপনি আমাদিগকে ও তাহাকে মা'ফ করিয়া দিন।'

হযরত হারেস (রাঃ) বলেন, আমি সকলের অপেক্ষা অল্পবয়স্ক ছিলাম, আমি বলিলাম, যদি আমরা তাহার সম্পর্কে ভাল কিছুই না জানি? তিনি বলিলেন, তুমি যাহা জান, তাহাই বলিবে।

হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ) বলেন, রমজান আসিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে এই কলেমাগুলি শিক্ষা দিতেন—

اَللّٰهُمَّ سَلِّمْنِيْ لِرَمَضَانَ وَسَلِّمْ رَمَضَانَ لِيْ وَسَلِّمْهُ لِيْ مُتَقَبَّلًا

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আমাকে রমজানের জন্য রক্ষিত রাখুন, রমজানকে আমার জন্য রক্ষিত রাখুন। উহাকে আমার জন্য কবুল করিয়া সংরক্ষণ করুন। (কান্য)

WWW.BANGLAKITAB.COM

হযরত আলী (রাঃ)এর দরূদ শিক্ষা দান

সুলামাহ কিন্দী (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) লোকদিগকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এইরূপ দরূদ পড়িতে শিক্ষা দিতেন—

اَللّٰهُمَّ دَاحِيَ الْمَدْحُوَّاتِ وَبَارِئَ الْمَسْمُوكَاتِ وَجَبَّارَ اَهْلِ الْقُلُوْبِ
عَلٰى خَطَرَاتِهَا شَقِيِّهَا وَسَعِيْدِهَا اِجْعَلْ شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ وَنَوَامِي
بَرَكَاتِكَ وَرَأْفَةَ تَحَنُّنِكَ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ الْخَاتِمِ لِمَا
سَبَقَ وَالْفَاتِحِ لِمَا اُغْلِقَ وَالْمُعْلِنِ عَلَى الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْوَاضِعِ وَالدَّامِغِ لِجَيْشَاتِ
الْاَبَاطِيْلِ كَمَا حُمِّلَ فَاضْطَلَعَ بِاَمْرِكَ بِطَاعَتِكَ مُسْتَوْفِزًا فِيْ مَرْضَاتِكَ
غَيْرَ نَكِلٍ عَنْ قَدَمٍ وَلَا وَهِنٍ فِيْ عَزْمٍ وَاعِيًا لِوَحْيِكَ حَافِظًا لِعَهْدِكَ
مَاضِيًا عَلٰى نِفَاذِ اَمْرِكَ حَتّٰى اَوْرٰى قَبَسًا لِقَابِسٍ بِهٖ هُدِيَتِ الْقُلُوْبُ بَعْدَ خَوْضَاتِ
الْفِتَنِ وَالْاِثْمِ وَاَبْهَجَ بِمُوْضِحَاتِ الْاَعْلَامِ وَمُنِيْرَاتِ الْاِسْلَامِ وَنَائِرَاتِ الْاَحْكَامِ
فَهُوَ اَمِيْنُكَ الْمَامُوْنُ وَخَازِنُ عِلْمِكَ الْمَخْزُوْنِ وَشَهِيْدُكَ يَوْمَ الدِّيْنِ
وَبَعِيْثُكَ نِعْمَةً وَرَسُوْلُكَ بِالْحَقِّ. اَللّٰهُمَّ افْسَحْ لَهٗ مَفْسَحًا فِيْ عَدْنِكَ
وَاجْزِهٖ مُضَاعَفَاتِ الْخَيْرِ مِنْ فَضْلِكَ مُهَنَّاٰتٍ غَيْرَ مُكَدَّرَاتٍ مِنْ فَوْزِ
ثَوَابِكَ الْمَعْلُوْلِ وَجَزِيْلِ عَطَائِكَ الْمَخْزُوْنِ اَللّٰهُمَّ اَعْلِ عَلَى النَّاسِ

بِنَاءَهٗ وَاَكْرِمْ مَثْوَاهُ لَدَيْكَ وَنُزُلَهٗ وَاَتْمِمْ لَهٗ نُوْرَهٗ وَاجْزِهٖ مِنِ ابْتِعَاثِكَ
لَهٗ مَقْبُوْلَ الشَّهَادَةِ وَمَرْضِيَّ الْمَقَالَةِ
ذَا مَنْطِقٍ عَدْلٍ وَكَلَامٍ فَصْلٍ
وَحُجَّةٍ وَبُرْهَانٍ.

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, বিস্তৃত যমীনের বিস্তারক, সুউচ্চ আসমানের সৃষ্টিকর্তা, অন্তরের নেক ও বদ স্বভাবের উপর ক্ষমতাশালী, আপনার সমুন্নত রহমতসমূহ ও বর্ধিত বরকতসমূহ এবং মহান করুণা নাযিল করুন আপনার বান্দা ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। যিনি নবুওতের পূর্ব সিলসিলার সমাপক, সৌভাগ্যের রুদ্ধদ্বার উন্মোচক, সত্যের (ইসলামের) সত্যনিষ্ঠ প্রচারক। এবং যিনি বাতিলের সকল উত্থানের পতন ঘটাইয়াছেন। যেমনভাবে তাহাকে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে তেমনভাবে তিনি আদেশ পালনে তৎপর হইয়াছেন। কোনপ্রকার পদশৃঙ্খলে জড়ানো ও দৃঢ় ইচ্ছায় কোনপ্রকার দুর্বলতা প্রকাশ ব্যতিরেকে আপনার ওহীকে সংরক্ষন করিয়া, আপনার অঙ্গীকার যথাযথ পালন করিয়া ও আপনার ফরমান জারী করিয়া আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের পথে দ্রুত অগ্রসর হইয়াছেন। অবশেষে আলো অন্বেষীদের জন্য আলো জ্বালাইয়া দিয়াছেন। ফেৎনা ও গুনাহের অন্ধকারে নিমজ্জিত অন্তর তাঁহার দ্বারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি সুস্পষ্ট প্রতীকসমূহ, ইসলামের আলোকিত বিষয়সমূহ ও উজ্জ্বল আহকামসমূহকে পরিষ্কার করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। তিনিই আপনার বিশ্বস্ত আমানতদার, আপনার রক্ষিত জ্ঞানের রক্ষক, বিচার দিনে আপনার সাক্ষী, আপনার প্রেরিত নেয়ামত, রহমতস্বরূপ আপনার প্রেরিত সত্যের বাহক। আয় আল্লাহ, আপনার জান্নাতে আদন এ তাঁহার জায়গাকে প্রশস্ত করিয়া দিন। আপনার ফযল হইতে তাঁহাকে

WWW.BANGLAKITAB.com

বর্ধিত আকারে এমন প্রতিদান দান করুন যাহা তাহার জন্য আনন্দদায়ক ও নির্মল—অর্থাৎ আপনার পুনঃ পুনঃ সাওয়াবের সফলতা ও অপরিসীম রক্ষিত দানকে বহুগুণে বর্ধন করিয়া দিন। আয় আল্লাহ, আপনি জান্নাতে তাঁহার মহলকে সকল মানুষের মহলের উপর উঁচু করিয়া দিন। আপনার নিকট তাঁহার ঠিকানা ও মেহমানীকে উত্তম করুন। তাহার নূরকে পূর্ণ করিয়া দিন। তাঁহাকে আপনার নবী হিসাবে প্রেরণের বিনিময়ে গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য, পছন্দনীয় ভাষা, ন্যায় ও অকাট্য ভাষণ এবং মহান দলীল প্রমাণাদির অধিকারী করুন।

মদীনা তাইয়্যেবায় আগত মেহমানদিগকে (দ্বীন) শিক্ষাদান

আবদে কায়েসের প্রতিনিধি দলকে শিক্ষা দান

শিহাব ইবনে আব্বাদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি আবদে কায়েস গোত্রীয় প্রতিনিধি দলের কোন একজনকে বলিতে শুনিয়াছেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগমন করিলে তাঁহারা (সাহাবা (রাঃ)) আমাদিগকে পাইয়া অত্যাধিক আনন্দিত হইলেন। আমরা মজলিসে পৌঁছিলে তাহারা আমাদের জন্য জায়গা ছাড়িয়া দিলেন। আমরা বসিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে মারহাবা দিলেন ও দোয়া দিলেন। অতঃপর আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, তোমাদের সরদার ও দলপতি কে? আমরা সকলেই মুনজের ইবনে আয়েজ এর দিকে ইশারা করিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই আশাজ্জ (অর্থাৎ চেহারায় ক্ষত চিহ্নযুক্ত এই ব্যক্তি?) গাধার খুরের আঘাতের কারণে তাহার চেহারায় ক্ষতচিহ্ন ছিল। এইদিন হইতেই তিনি এই নামে অভিহিত হন। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরে বলিলাম, হাঁ। তিনি সকলের পরে তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কারণ তিনি সকলের বাহনগুলি বাঁধিলেন, তাহাদের আসবাবপত্র গুছাইলেন। তারপর নিজের কাপড়ের পুটলি খুলিলেন ও সফরের কাপড় খুলিয়া ভাল কাপড় পরিধান করিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

খেদমতে উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলান দিয়া পা মেলিয়া বসিয়াছিলেন। যখন আশাজ্জ (রাঃ) নিকটে আসিলেন, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বলিলেন, হে আশাজ্জ! এইখানে বস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পা গুটাইয়া সোজা হইয়া বসিলেন এবং বলিলেন, হে আশাজ্জ, এইখানে বস। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডান পাশে সোজা হইয়া বসিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে মারহাবা দিলেন ও তাহার খাতির করিলেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার দেশের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাহার সম্মুখে হাযার এলাকার সাফা ও মুশাক্কার ইত্যাদি গ্রামের নাম উল্লেখ করিলে তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউক, আপনি তো দেখি আমাদের গ্রামগুলির নাম আমাদের অপেক্ষা ভাল জানেন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাদের দেশে গিয়াছি এবং আমার জন্য উহা প্রসারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'হে আনসারগণ, তোমাদের ভাইদের সমাদর কর। ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে ইহারা তোমাদেরই মত। ভিতর-বাহিরে ইহারা তোমাদের সহিত সবার অপেক্ষা অধিক সামঞ্জস্যতা রাখে। তাহারা জোরপূর্বক অথবা ভীত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করে নাই। বরং স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। অথচ বহু কাওম ইসলাম গ্রহণে অস্বীকার করার দরুন কতল হইয়া গিয়াছে।' সকালবেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের ভাইদের আদর-যত্ন ও তাহাদের মেহমানদারী কেমন দেখিলে? তাহারা বলিল, (আমরা তাহাদিগকে) উত্তম ভাইরূপে পাইয়াছি। আমাদের জন্য নরম বিছানা পাতিয়াছে, উত্তম খানা খাওয়াইয়াছে এবং রাত্রে ও সকালে আমাদিগকে আমাদের প্রভুর কিতাব ও আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত শিক্ষা দিয়াছে। তাহাদের কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত খুশী ও আনন্দিত হইলেন। অতঃপর তিনি আমাদিগকে কি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে ও আমরা কি শিখিয়াছি, এক একজন করিয়া তাহা শুনিতে

www.BANGLAKITAB.com

লাগিলেন। (দেখা গেল) আমাদের মধ্যে কেহ তো আত্তাহিয়্যাত, সূরা ফাতেহা ও তৎসহ একটি সূরা বা দুইটি সূরা,একটি সুন্নাত বা দুইটি সুন্নাত শিক্ষা করিয়াছে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, আবদে কায়েসের প্রতিনিধি দল আসিয়াছে। অথচ আমরা কাহাকেও দেখিতেছিলাম না। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল সত্যই তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করিল। তিনি বলিলেন, তোমাদের নিকট তোমাদের খেজুর হইতে কিছু অবশিষ্ট আছে কি? অথবা বলিলেন, তোমাদের পাথেয় হইতে কি কিছু অবশিষ্ট আছে? তাহারা বলিল, হাঁ। তিনি চামড়ার দস্তরখানা বিছাইতে আদেশ করিলেন। উহা বিছানো হইলে তাহারা তাহাদের অবশিষ্ট খেজুরগুলি উহাতে ঢালিয়া দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে একত্র করিলেন এবং তাহাদিগকে (প্রতিনিধি দলকে) বলিতে লাগিলেন, তোমরা এই খেজুরকে বারনী বল, এমন নহে কি? এবং ইহার এই নাম, ইহার এই নাম, বিভিন্ন প্রকার খেজুরের নাম উল্লেখ করিলেন। তাহারা বলিল, হাঁ। অতঃপর তাহাদের থাকিবার ও মেহমানদারীর জন্য এবং নামায শিক্ষার জন্য এক একজনকে এক একজন মুসলমানের জিম্মায় দিয়া দিলেন। এইরূপে এক জুমআ কাটিয়া গেলে তিনি তাহাদিগকে ডাকাইয়া দেখিলেন, তাহারা সামান্য কিছু শিখিয়াছে ও বুঝিয়াছে। আবার তাহাদিগকে পরিবর্তন করিয়া অপর লোকদের জিম্মায় দিলেন, এইভাবে এক জুমআ পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া তাহাদিগকে আবার ডাকাইলেন। (এইবার) দেখিলেন,তাহারা যথেষ্ট শিখিয়াছে ও বুঝিয়াছে। তাহারা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে দ্বীন শিক্ষা দিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন। এখন আমাদের দেশে ফিরিবার প্রবল ইচ্ছা হইতেছে। তিনি বলিলেন, তোমরা দেশে ফিরিয়া যাও। তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, আমরা যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমাদের দেশীয় শারাব সম্পর্কে যাহা আমরা পান করি জিজ্ঞাসা করিয়া লই তবে ভাল হয়। ইহার পর হাদীসের বাকী অংশটুকু উল্লেখ হইয়াছে,

যাহাতে দুব্বা, নাকীর ও হানতাম, (এইগুলি শারাব বানাইবার পাত্র বিশেষ) এই সকল পাত্রে নবীয (খেজুর ভিজানো পানি) বানাইতে নিষেধ করা হইয়াছে। (কান্য)

সফরে থাকাকালীন এল্‌ম শিক্ষা করা

বিদায় হজ্বে সাহাবা (রাঃ)দের এলম শিক্ষা করা

হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় অবস্থানকালীন নয় বৎসর যাবৎ হজ্ব করেন নাই। তারপর লোকদের মধ্যে এই ঘোষণা দেওয়া হইল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বৎসর হজ্ব করিবেন। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, এই ঘোষণার ফলে বহু লোক মদীনায় সমবেত হইল। প্রত্যেকেরই বাসনা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করিবে এবং তিনি যাহা করেন তাহা করিবে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিলকদের পাঁচদিন বাকি থাকিতে রওয়ানা হইলেন, লোকজন ও তাঁহার সহিত রওয়ানা হইল। জুল হোলাইফায় পৌঁছিবার পর এখানে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর এর জন্ম হইল। তাহার মা হযরত আসমা বিনতে উমায়েস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে, এমতাবস্থায় তিনি কি করিবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'তুমি গোসল করিয়া লও এবং নেফাসের স্থানে কাপড় বাঁধিয়া তালবিয়া পড়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখান হইতে রওয়ানা হইয়া যখন 'বায়দা'তে পৌঁছিলেন, উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়িলেন—

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ! اِنَّ الْحَمْدَ
وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ . لَاشَرِيْكَ لَكَ

তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা তালবিয়া পড়িল। এবং তাহারা তালবিয়ার উক্ত শব্দগুলির সহিত ذَاالْمَعَارِجِ ইত্যাদি শব্দও সংযোগ করিতেছিল। কিন্তু

www.BANGLAKITAB.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা শুনিয়াও কিছু বলেন নাই। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে পিছনে, ডানে–বামে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত আরোহী ও পায়দল––মানুষই মানুষ দেখিতে পাইলাম।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে বিদ্যমান, তাহার উপর কুরআন নাযিল হইতেছিল এবং তিনি উহার অর্থও বুঝিতেছেন, এমতাবস্থায় তিনি যাহা যাহা করিয়াছেন আমরাও তাঁহার মত করিয়াছি। (বিদায়াহ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্বের সফরে তাঁহার খুতবার মাধ্যমে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন উহার বর্ণনা হজ্বের বিবরণে সামনে আসিতেছে। এবং এই অধ্যায় সংক্রান্ত কিছু বর্ণনা জেহাদে যাইয়া শিক্ষাগ্রহণ করার অধ্যায়ে পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত জাবের (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত জাবের ইবনে অযরাক গাদেরী (রাঃ) বলেন, আমি সওয়ার অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিলাম। আমার সঙ্গে সামানপত্রও ছিল। আমি তাঁহার পাশাপাশি চলিতেছিলাম। একস্থানে পৌঁছিলে তাহার জন্য একটি চামড়ার তাঁবু টানানো হইল। তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন। তাঁবুর দরজায় ত্রিশজনেরও অধিক চাবুকধারী লোক দাঁড়াইয়া গেল। আমি নিকটে গেলে এক ব্যক্তি আমাকে ধাক্কা দিতে লাগিল। আমি বলিলাম, তুমি যদি আমাকে ধাক্কা দাও তবে আমিও তোমাকে ধাক্কা দিব। আর যদি তুমি আমাকে মার তবে আমিও তোমাকে মারিব। সে বলিল, ওরে সর্বাপেক্ষা দুষ্টলোক! আমি বলিলাম, খোদার কসম, তুমি আমার অপেক্ষা দুষ্ট। সে বলিল, তাহা কিরূপে? আমি বলিলাম, আমি সুদূর ইয়ামান হইতে এইজন্য আসিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে কিছু শুনিয়া যাইয়া আমার পিছনে (দেশে)র লোকজনকে শুনাইব। আর তুমি আমাকে বাধা দিতেছ! সে বলিল, সত্য বলিয়াছ, হাঁ, খোদার কসম, আমিই তোমার অপেক্ষা দুষ্টলোক। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার রওয়ানা হইলেন। মিনায় অবস্থিত আকাবা হইতে তাঁহার নিকট লোকের ভীড় বাড়িতে লাগিল। তাহারা বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নাদি করিতে লাগিল। লোকের ভীড়ের দরুন তাঁহার নিকট পৌঁছা মুশকিল হইয়া পড়িল। এক ব্যক্তি চুল ছাঁটিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার জন্য দোয়া করুন। তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা হলককারীর (যে মাথা মুড়াইয়াছে) উপর রহমত নাযিল করিয়াছেন। সে পুনরায় বলিল, আমার জন্য দোয়া করুন। তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা হলককারীর উপর রহমত নাযিল করিয়াছেন। সে আবার বলিল, আমার জন্য দোয়া করুন। তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা হলককারীর উপর রহমত নাযিল করিয়াছেন। এইরূপে তিন বারের পর তিনি স্বয়ং যাইয়া নিজের মাথা মুড়াইলেন। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, ইহার পর যাহাকেই দেখি, সে মাথা মুড়াইয়াছে। (কান্য)

একটি আয়াতের তাফসীর

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

অর্থ ঃ আর মুসলমানদের ইহা সমীচীন নহে যে, জেহাদের জন্য সকলেই একত্রে বাহির হইয়া পড়ে। সুতরাং এমন কেন করা হয় না যে, তাহাদের প্রত্যেকদল হইতে একদল জেহাদে বাহির হয় যাহাতে তাহারা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করিতে থাকে। আর যাহাতে তাহারা নিজ কাওমকে ভয় প্রদর্শন করে যখন তাহারা ইহাদের নিকট ফিরিয়া আসে, যেন তাহারা পরহেয করিয়া চলে।

উক্ত আয়াতের তফসীর সম্পর্কে ইবনে জরীর বিভিন্ন মতামত উল্লেখ করিয়া আয়াতের এই অংশ

لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ

WWW.BANGLAKITAB.COM

সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, সঠিক তফসীরসমূহের মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা উত্তম তফসীর করিয়াছেন যিনি এইরূপ বলিয়াছেন যে, যাহারা জেহাদে বাহির হইবে তাহারা আল্লাহর দুশমন ও কাফেরদের বিরুদ্ধে আহলে দ্বীন ও তাঁহার রাসূলের সাহাবাদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য স্বচক্ষে দেখিয়া জ্ঞান লাভ করিবে। এমনিভাবে যাহারা ইতিপূর্বে এরূপ জ্ঞান লাভ করে নাই তাহারা স্বচক্ষে উহা দেখিয়া ইসলাম সম্পর্কে ও সকল ধর্মের উপর উহার বিজয়ের বাস্তব জ্ঞান লাভ করিবে। এবং তাহারা জেহাদ হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিজ নিজ কাওমকে সাবধান করিবে যেন তাহাদের উপর এইরূপ আল্লাহর আযাব নাযিল না হয় যেমন বিজিত মুশরেকদের উপর নাযিল হইতে তাহারা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছে। আর

لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

অর্থাৎ—তাহারা যখন প্রত্যক্ষ ঘটনার দ্বারা নিজেদের কাওমকে সাবধান করিবে তখন কাওমের লোকেরা অন্যান্য লোকদের উপর আযাব নাযেল হইবার সংবাদে ভীত হইয়া সাবধান হইয়া যায় এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করে।

জেহাদ ও এল্‌ম শিক্ষাকে একত্র করা

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ)এর বর্ণনা

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, আমরা যখন জেহাদে যাইতাম এক–দুইজনকে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের উদ্দেশ্যে রাখিয়া যাইতাম। জেহাদ হইতে ফিরিবার পর তাহারা আমাদিগকে সেই সকল হাদীস শুনাইত যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে বলিয়াছেন। আমরা তাহাদের নিকট হইতে শুনিয়া উক্ত হাদীসসমূহ বর্ণনা করিবার সময় বলিতাম, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন।' (যদিও বা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনি নাই।) (কান্‌য)

উপার্জন ও এল্‌ম শিক্ষাকে একত্র করা

হযরত আনাস (রাঃ)এর হাদীস

সাবেত বুনানী (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আনাস (রাঃ) এমন সত্তর জন আনসারী সাহাবীদের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহারা রাত্রের অন্ধকারে মদীনায় তাহাদের একটি মাদ্রাসায় একত্রিত হইয়া সারারাত্রি কুরআন শিক্ষা করিয়া কাটাইতেন। সকালবেলা যাহার গায়ে শক্তি আছে সে কাঠ কুড়াইয়া আনিত এবং খাওয়ার পানি আনিত, যাহার সামর্থ্য আছে সে ছাগল–বকরি কিনিয়া উহাকে জবাই করিত। এবং সকালবেলা উহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুজরাগুলির সহিত টানানো থাকিত। হযরত খোবাইব (রাঃ)এর শাহাদাতের ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাদিগকে (জেহাদে) পাঠাইলেন। তাহাদের মধ্যে হযরত হারাম ইবনে মেলহান (রাঃ)ও ছিলেন। তাঁহারা বনু সুলাইম–এর এক গোত্রের নিকট পৌঁছিলে হযরত হারাম ইবনে মেলহান (রাঃ) জামাতের আমীরকে বলিলেন, আমরা ইহাদেরকে যাইয়া বলি না কেন যে, আমরা তাহাদের উদ্দেশ্যে আসি নাই? হয়ত তাহারা আমাদের পথ ছাড়িয়া দিবে। সকলেই ইহাতে সায় দিলেন। তিনি তাহাদের নিকট আসিয়া এই কথা বলিলেন। তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি সম্মুখ দিক হইতে আসিয়া তাহাকে এমনভাবে বর্শা মারিল যে, উহা এপার–ওপার হইয়া গেল। পেটে বর্শা প্রবেশ করার সাথে সাথে হযরত হারাম (রাঃ) বলিয়া উঠিলেন— 'আল্লাহু আকবার', কা'বার রবের কসম, আমি সফলকাম হইয়াছি।'

তারপর তাহারা বাকী জামাতের উপর এমন তীব্র আক্রমণ চালাইল যে, (সকলকে শেষ করিয়া দিল এবং) তাহাদের সংবাদ দিবার মতও কেহ অবশিষ্ট রহিল না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই জামাতের জন্য যত দুঃখ করিতে দেখিয়াছি আর কাহারো জন্য এত দুঃখ করিতে দেখি নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি, প্রত্যহ ফজরের নামাযের পর এই সকল দুশমনদের বিরুদ্ধে হাত উঠাইয়া বদ দোয়া করিতেন। (আবু নুআঈম)

www.BANGLAKITAB.com

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কিছু লোক আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিল, আমাদের সঙ্গে এমন কিছু লোক দিন যাহারা আমাদিগকে কুরআন ও সুন্নাত শিক্ষা দিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্তর জন আনসারী (রাঃ)কে তাহাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন, যাহাদিগকে কুররা (কারী শব্দের বহু বচন) বলা হইত। তন্মধ্যে আমার মামা হযরত হারাম ইবনে মেলহান (রাঃ)ও ছিলেন। ইহারা কুরআন পড়িতেন। রাত্রি বেলায় কুরআন চর্চা করিতেন ও (এল্‌ম) শিক্ষা করিতেন। দিনের বেলা পানি আনিয়া মসজিদে রাখিতেন, কাঠ কুড়াইয়া বিক্রয় করিতেন এবং উহা দ্বারা আহলে সুফ্‌ফা ও গরীব ফকীরদের জন্য খাদ্যবস্তু খরিদ করিয়া আনিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাদিগকে তাহাদের উদ্দেশ্যে পাঠাইলেন। উদ্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছিবার পূর্বেই তাহারা তাহাদের উপর আক্রমণ করিয়া সকলকে কতল করিয়া দিল। তখন তাহারা এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ, আপনি আমাদের নবীকে সংবাদ দিয়া দিন যে, আমরা আপনার নিকট পৌঁছিয়া গিয়াছি এবং আমরা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছি, আপনিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত হারাম (রাঃ)এর নিকট আসিয়া পিছন দিক হইতে তাহাকে এমনভাবে বর্শা মারিল যে, তাহা এপার-ওপার হইয়া গেল। তখন তিনি বলিলেন—'কা'বার রবের কসম, আমি সফলকাম হইয়া গিয়াছি।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন সাহাবীগণকে বলিলেন, তোমাদের ভাইরা কতল হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা বলিয়াছে যে, 'আয় আল্লাহ্,আমাদের সম্পর্কে আমাদের নবীকে সংবাদ দিয়া দিন যে, আমরা আপনার নিকট পৌঁছিয়া গিয়াছি এবং আমরা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, আপনিও আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন।' (ইবনে সা'দ)

পালাক্রমে এলম হাসিল করা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত

ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি এবং আমার মদীনার উপর প্রান্তে অবস্থিত বনু উমাইয়া ইবনে যায়েদ গোত্রের এক আনসারী প্রতিবেশী, আমরা এক একদিন করিয়া পালাক্রমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত থাকিতাম। একদিন সে থাকিত, একদিন আমি থাকিতাম। যেদিন আমি থাকিতাম সেদিনকার ওহী ইত্যাদির খবর আমি তাঁহার নিকট আসিয়া বলিতাম। আর যেদিন সে থাকিত সেও তেমনি করিত। একবার আমার আনসারী সাথী তাহার পালার দিন আমার দরজায় আসিয়া অত্যন্ত জোরে করাঘাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সে (অর্থাৎ আমার সম্পর্কে) আছে কি? আমি ঘাবড়াইয়া বাহিরে আসিলাম। সে বলিল, বিরাট দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। (অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসন্তুষ্টি ও বিবিদের নিকট হইতে পৃথক অবস্থানের ঘটনা শুনাইল) আমি হাফসা (রাঃ)এর নিকট আসিয়া দেখিলাম সে কাঁদিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তোমাদিগকে তালাক দিয়াছেন? সে বলিল, জানি না। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম এবং আমি দাঁড়ানো অবস্থায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি আপনার বিবিদিগকে তালাক দিয়াছেন? তিনি বলিলেন, না। আমি (আনন্দের আতিশয্যে) বলিয়া উঠিলাম, আল্লাহু আকবার। (বুখারী)

হযরত বারা (রাঃ)এর বর্ণনা

হযরত বারা (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আমাদের প্রত্যেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শুনিয়াছে, এমন নহে। আমাদের অনেক কাজ কারবার ছিল। অবশ্য তখনকার যুগে মানুষ মিথ্যা কথা বলিত না। কাজেই উপস্থিত লোকেরা অনুপস্থিতদের নিকট হাদীস বর্ণনা করিত। অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, সমস্ত হাদীসই আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে শুনিয়াছি, এমন নহে। আমাদের সাথীরাই আমাদিগকে হাদীস শুনাইত। আমরা তো উট চরানোর কাজে ব্যস্ত থাকিতাম। (কান্য)

www.BANGLAKITAB.com

হযরত তালহা (রাঃ)এর বর্ণনা

আবু আনাস মালেক ইবনে আবি আমের (রহঃ) বলেন, আমি হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিল, হে আবু মুহাম্মাদ, খোদার কসম, বুঝিতে পারিতেছি না, এই ইয়ামানী (অর্থাৎ আবু হোরায়রা (রাঃ)) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বেশী জানেন, না আপনারা বেশী জানেন? (মনে হয়) তিনি এমন সকল বানানো কথা বলিতেছেন যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন নাই। হযরত তালহা (রাঃ) বলিলেন, খোদার কসম, আমরা তাঁহার সম্পর্কে কোনপ্রকার সন্দেহ পোষণ করি না যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে এমন কোন কথা শুনিয়াছেন যাহা আমরা শুনি নাই এবং এমন কিছু জানিয়াছেন যাহা আমরা জানিতে পারি নাই। কারণ, আমরা ধনবান ছিলাম, আমাদের ঘর-বাড়ী পরিবার-পরিজন ছিল। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে দিনের দুই অংশে (সকাল-বিকাল) উপস্থিত হইতাম এবং আবার বাড়ী ফিরিয়া যাইতাম। আর হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) মিসকীন ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার মাল-দৌলত, পরিবার-পরিজন কিছুই ছিল না। তিনি সর্বক্ষণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থাকিতেন। যেদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাইতেন তিনিও সেদিকে যাইতেন। কাজেই আমরা তাঁহার সম্পর্কে কোনপ্রকার সন্দেহ পোষণ করি না যে, তিনি নিশ্চয়ই এমন জিনিস জানিয়াছেন যাহা আমরা জানিতে পারি নাই। এমন কথা শুনিয়াছেন যাহা আমরা শুনি নাই। আমাদের মধ্যে কেহ তাহার প্রতি এই ধরণের কুধারণা পোষণ করে না যে, তিনি এমন কথা বানাইয়া বলিতেছেন যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন নাই। (কান্য)

উপার্জনের পূর্বে দ্বীন শিক্ষা করা

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, যে দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করিয়াছে সে ব্যতীত আমাদের এই বাজারে আর কেহ বিক্রয় করিতে পারিবে না।

নিজ পরিবারকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়া

قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

অর্থ ঃ 'তোমরা নিজকে ও তোমাদের পরিবারস্থ লোকদিগকে আগুন হইতে বাঁচাও।'

উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন (অর্থাৎ)— তোমরা দ্বীন শিক্ষা কর ও তোমাদের পরিবারকে দ্বীন শিক্ষা দাও। অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহাদিগকে দ্বীন ও আদব শিক্ষা দাও।

পরিবারকে দ্বীন শিক্ষা দিবার নির্দেশ

হযরত মালেক ইবনে হোয়াইরেস (রাঃ) বলেন, আমরা সমবয়স্ক কতিপয় যুবক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে বিশ দিন থাকিলাম। তিনি আমাদের পরিবারের নিকট ফিরিবার আগ্রহ বুঝিতে পারিয়া আমাদের পরিবারস্থ লোকদের খবরা-খবর জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা তাঁহাকে জানাইলাম। তিনি অত্যন্ত সদয় ও দয়াময় ছিলেন, বলিলেন, তোমরা তোমাদের পরিবারের নিকট ফিরিয়া যাও। তাহাদিগকে শিক্ষা দিবে ও আদেশ করিবে এবং আমাকে যেমনভাবে নামায পড়িতে দেখিয়াছ তেমনভাবে নামায পড়িবে। যখন নামাযের সময় হইবে তোমাদের মধ্য হইতে কেহ আযান দিবে ও তোমাদের মধ্যে বয়স্ক ব্যক্তি তোমাদের ইমামতি করিবে। (বুখারী)

দ্বীনী প্রয়োজনে শত্রুর ভাষা ইত্যাদি শিক্ষা করা

ইহুদীদের ভাষা শিক্ষা করা

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করিলে আমাকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হইল। লোকেরা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, বনু নাজ্জার গোত্রের এই ছেলে আপনার উপর যাহা নাযেল হইয়াছে তাহা হইতে সতেরটি সূরা পড়িয়াছে।

www.BANGLAKITAB.com

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পড়িয়া শুনাইলাম। তিনি খুবই পছন্দ করিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, হে যায়েদ, তুমি আমার জন্য ইহুদীদের ভাষা লেখা শিক্ষা কর। কারণ, আল্লাহর কসম, আমি আমার চিঠি লেখার ব্যাপারে ইহুদীদেরকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। সুতরাং আমি উহা শিখিয়া ফেলিলাম। অর্ধমাসও লাগে নাই আমি উহাতে পারদর্শী হইয়া গেলাম। ইহার পর আমিই তাহাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠি লিখিতাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাহাদের লেখা চিঠি পড়িয়া শুনাইতাম।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, তুমি 'সুরইয়ানী' ভাষা ভাল করিয়া জান? আমার নিকট উক্ত ভাষায় অনকে চিঠি আসে। আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, তুমি উহা শিক্ষা কর। আমি সতের দিনে উহা শিক্ষা করিলাম।

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, আমার নিকট অনেক চিঠি আসে। আমি পছন্দ করি না যে, যে কেহ উহা পড়ুক। তুমি কি ইবরানী অথবা বলিলেন, সুরইয়ানী ভাষা শিক্ষা করিতে পারিবে? আমি বলিলাম, হাঁ। সুতরাং আমি সতের দিনে উহা শিখিয়া ফেলিলাম। (মুনতাখাবুল কান্য)

হযরত ইবনে যুবায়ের (রাঃ)এর ভাষাজ্ঞান

ওমর ইবনে কায়েস (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)এর একশত গোলাম ছিল। তাহারা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলিত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) তাহাদের প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের আপন ভাষায় কথা বলিতেন। তুমি যদি তাঁহার দুনিয়ার কাজের প্রতি লক্ষ্য কর তবে বলিবে এই ব্যক্তি এক পলকের জন্যও আল্লাহকে চাহে না। আর যদি তাঁহার আখেরাতের কাজের প্রতি লক্ষ্য কর তবে বলিবে এই ব্যক্তি একপলকের জন্য দুনিয়া চাহে না। (হাকেম)

জ্যোতির্বিদ্যা কি পরিমাণ শিক্ষা করিবে

হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, 'তোমরা এই পরিমাণ জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা কর যাহা দ্বারা জলে-স্থলে, অন্ধকারে পথ চিনিতে পার। তারপর ক্ষান্ত হইয়া যাও।' অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, তোমরা জ্যোতির্বিদ্যা হইতে এত পরিমাণ শিক্ষা কর যাহা দ্বারা পথ চিনিতে পার এবং বংশপরিচয় বিদ্যা এই পরিমাণ অর্জন কর যেন আত্মীয়ের (পরিচয় লাভ করিয়া তাহাদের) সহিত সদ্ব্যবহার করিতে পার।

আরবী ব্যাকরণের প্রথম সংকলন ও উহার উৎস

ইবনে সাওহান (রহঃ) বলেন, এক বেদুঈন হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন (কুরআনের) এই শব্দটি কেমন করিয়া পড়েন?

لَا يَأْكُلُهُ اِلَّا الْخَاطُوْنَ

অর্থাৎ—'পদচারিগণই উহা (জাহান্নামীদের পূঁজ-রক্ত) ভক্ষণ করিবে।'

আল্লাহর কসম, প্রত্যেকেইতো পদচারি। (ইহা শুনিয়া) হযরত আলী (রাঃ) মুচকি হাসিলেন এবং বলিলেন,(তুমি যেমন পড়িয়াছ তেমন নহে বরং) এইরূপ—

لَا يَأْكُلُهُ اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ

অর্থাৎ 'মহাপাপীগণই' উহা ভক্ষণ করিবে।'

সে বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি ঠিক বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁহার বান্দাকে কখনও (ধ্বংসের পথে) ছাড়িয়া দিবেন না। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) আবুল আসওয়াদ দুআলী (রহঃ)এর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'বহু অনারব দ্বীন গ্রহণ করিতেছে। কাজেই তুমি এমন কিছু নিয়ম-প্রবর্তন কর যাহা দ্বারা তাহারা নিজের ভাষা শুদ্ধ করার ব্যাপারে সাহায্য লাভ করিতে পারে।' তিনি তাঁহার আদেশক্রমে রফা, নসব ও জর এর কিছু কায়দা লিখিলেন। (কান্য)

www.BANGLAKITAB.com

আমীরের জন্য নিজের সঙ্গীগণ হইতে কাহাকেও (বিজিত দেশে) দ্বীন শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে রাখিয়া যাওয়া

ওরওয়া (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হোনাইনের দিকে রওয়ানা হইলেন, তখন হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ)কে মক্কায় আপন খলিফা নিযুক্ত করিয়া গেলেন এবং তাঁহাকে আদেশ করিলেন, যেন লোকদিগকে কুরআন ও দ্বীনের এল্‌ম শিক্ষা দেন। অতঃপর মদীনায় ফিরিবার সময় হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ)কে মক্কায় রাখিয়া গেলেন।

মুজাহিদ (রহঃ) বর্ণিত রেওয়ায়াতে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হোনাইনের দিকে রওয়ানা হইবার সময় হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ)কে মক্কায় রাখিয়া গেলেন, যেন মক্কাবাসীকে দ্বীন ও কুরআন শিক্ষা দেন। (হাকেম)

এল্‌মের জন্য ইমাম নিজের কোন সঙ্গীকে আল্লাহর রাস্তায় বাহির হইতে বাধা দিতে পারে কি না?

হযরত ওমর (রাঃ) যাহা করিয়াছেন

কাসেম (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) যখনই সফর করিতেন হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)কে নিজের নায়েব বানাইয়া রাখিয়া যাইতেন। হযরত ওমর (রাঃ) লোকদিগকে জরুরী কাজ উপলক্ষে বিভিন্ন দেশে পাঠাইতেন। আর তাঁহার নিকটও (বিভিন্ন দেশ হইতে) নাম উল্লেখ করিয়া লোকের চাহিদা আসিত। কেহ যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)কে চাহিলে তিনি বলিতেন, যায়েদএর পদমর্যাদা সম্পর্কে আমি অজ্ঞ নহি। কিন্তু এই শহরবাসী তাঁহার সেই সকল জ্ঞান-আলোচনার মুখাপেক্ষী, যাহা তিনি ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট তাহারা পাইবে না।

সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)এর ইন্তেকালের দিন আমরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর

সঙ্গে ছিলাম। আমি বলিলাম, আজ লোকদের আলেম মারা গিয়াছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, আজ আল্লাহ তাঁহার উপর রহম করুন। তিনি হযরত ওমর (রাঃ)এর খেলাফত কালে লোকদের জন্য বড় বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) সকলকে বিভিন্ন দেশে পাঠাইলেন এবং নিষেধ করিয়া দিলেন যে, কেহ আপন রায় দ্বারা ফতওয়া দিবে না। অথচ হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) মদীনাতে বসিয়া মদীনাবাসী ও অন্যান্য আগত লোকদিগকে ফতওয়া দিতে থাকিলেন।

হযরত ওসমান (রাঃ)এর যুগে যাহা হইয়াছে

আবু আবদুর রহমান সুলামী (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি হযরত ওসমান (রাঃ)কে কুরআন শুনাইলেন। তিনি বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) আমাকে বলিলেন, তুমি তো লোকদের কাজ হইতে আমার মনোযোগ সরাইয়া দিবে। তুমি যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)এর নিকট যাও। তিনি এই কাজের জন্য অবসর আছেন। তাঁহাকে শুনাও। কারণ তাঁহার কেরাআত ও আমার কেরাআত একই। আমার ও তাঁহার মধ্যে কোন মতবিরোধ নাই।

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর যুগে যাহা হইয়াছে

হযরত কা'ব (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিতেন, হযরত মুআয (রাঃ) শাম দেশের দিকে (জেহাদের উদ্দেশ্যে) বাহির হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার চলিয়া যাওয়ায় মদীনা ও মদীনাবাসী তাঁহার এল্‌ম ও ফতওয়ার ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্থ হইল। অথচ আমি তাঁহাকে লোকদের প্রয়োজনে রুখিয়া দিবার জন্য হযরত আবু বকর (রাঃ)কে অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, এই ব্যক্তি শাহাদাতের উদ্দেশ্যে একটি পথ অবলম্বন করিয়াছে, আমি তাঁহাকে রুখিতে পারি না।

WWW.BANGLAKITAB.COM

এল্‌ম শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে সাহাবা (রাঃ)কে দেশ-বিদেশে প্রেরণ

আদাল ও কারাহ এর উদ্দেশ্যে প্রেরণ

আসেম ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ওহুদের যুদ্ধের পর জাদিলার দুই গোত্র—আদাল ও কারাহ–এর কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, আমাদের এলাকায় ইসলাম প্রসার লাভ করিয়াছে, কাজেই আমাদের সহিত আপনার সাহাবাদের মধ্য হইতে কিছু লোক দিন যাহারা আমাদিগকে কুরআন শিক্ষা দিবে ও ইসলাম সম্পর্কে বুঝাইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের সহিত ছয়জনকে দিলেন। তন্মধ্যে হযরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)এর হালীফ (অঙ্গীকারাবদ্ধ বন্ধু) হযরত মারছাদ ইবনে আবি মারছাদ (রাঃ)ও ছিলেন এবং তিনি তাঁহাদের আমীর ছিলেন। অতঃপর এই রেওয়ায়াতে আসহাবে রাজী' এর ঘটনা উল্লেখিত হইয়াছে। (হাকেম)

ইয়ামানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ

হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইয়ামান হইতে কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিল, আমাদের এলাকায় এমন একজন লোক পাঠান, যিনি আমাদিগকে দ্বীনকে বুঝাইবেনও সুন্নাত শিক্ষা দিবেন এবং আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমাদের ফয়সালা করিবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আলী, তুমি ইয়ামান বাসীদের নিকট যাও। তাহাদিগকে দ্বীন সম্পর্কে বুঝাইবে, সুন্নাত শিক্ষা দিবে ও আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তাহাদের ফয়সালা করিবে। আমি বলিলাম, ইয়ামানবাসীরা মুর্খ জাতি। তাহারা আমার নিকট (মুর্খতার দরুন) হয়ত এমন বিষয় লইয়া উপস্থিত হইবে, যাহা সম্পর্কে আমরা নিকট কোন এল্‌ম থাকিবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বুকে চাপড় মারিলেন, এবং বলিলেন, তুমি যাও, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে পথ দেখাইবেন। তোমার জিহ্বাকে (সঠিক ফয়সালার উপর) দৃঢ় করিয়া দিবেন। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, সুতরাং আমি সেদিন হইতে

আজ পর্যন্ত দুই ব্যক্তির মধ্যে ফয়সালা করিতেও কোন প্রকার সন্দেহে পড়ি নাই। (মুনতাখাবুল কান্‌য)

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইয়ামানবাসীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমাদের সহিত এমন এক ব্যক্তি দিন যিনি আমাদিগকে কুরআন শিক্ষা দিবেন। তিনি হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)এর হাত ধরিলেন ও তাঁহাকে তাহাদের সঙ্গে পাঠাইলেন এবং বলিলেন, এই ব্যক্তি এই উম্মতের (শ্রেষ্ঠ)আমানতদার।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইয়ামানবাসীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একজন লোক চাহিলেন, যিনি তাহাদিগকে সুন্নাত ও ইসলাম শিক্ষা দিবেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আবুবকর (রহঃ) তাহার পিতা আবু বকর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাযম (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই চিঠি রহিয়াছে যাহা তিনি আমর ইবনে হাযম (রাঃ)কে ইয়ামান পাঠাইবার সময় এই মর্মে লিখিয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি তাহাদিগকে দ্বীন বুঝাইবেন ও সুন্নাত শিক্ষা দিবেন এবং তাহাদের সদকা ইত্যাদি উসুল করিবেন। উক্ত চিঠি তাঁহার জন্য একটি অঙ্গীকার পত্র ও আদেশ নামা ছিল। উহা এইরূপ লিখিয়াছিলেন—

"বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম, ইহা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষ হইতে একটি চিঠি। হে ঈমানদারগণ, তোমরা প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ কর। ইহা মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে আমর ইবনে হাযম (রাঃ)এর জন্য তাঁহাকে ইয়ামান পাঠাইবার কালে একটি অঙ্গীকারপত্র। তিনি তাঁহাকে সর্ববিষয়ে আল্লাহকে ভয় করিবার আদেশ করিতেছেন। 'নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা এমন লোকদের সহিত আছেন যাহারা আল্লাহকে ভয় করিয়া চলে ও নেককার হয়।'

হযরত আবু মূসা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয ও আবু মূসা (রাঃ)কে ইয়ামান পাঠাইয়া

WWW.BANGLAKITAB.COM

ছিলেন এবং তাহাদিগকে লোকদের কুরআন শিক্ষা দিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন।

কায়েসের একটি গোত্রের নিকট প্রেরণ

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কায়েসের একটি গোত্রের নিকট তাহাদিগকে ইসলামী শরীয়ত শিক্ষা দিবার জন্য পাঠাইলেন। আমি দেখিলাম,তাহারা জংগলী উটের মত। তাহাদের দৃষ্টি ঊর্ধপানে প্রসারিত; উট বকরি ব্যতীত তাহাদের আর কোন চিন্তা নাই। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি করিয়াছ? আমি তাঁহাকে কওমের অবস্থা ও তাহাদের অমনোযোগীতা সম্পর্কে জানাইলাম। তিনি বলিলেন, হে আম্মার, আমি তোমাকে ইহাদের অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য কাওমের কথা বলিব কি? এই সকল লোক যাহা জানে না তাহারা তাহা জানিয়াও ইহাদের মতই অমনোযোগী হইবে। (তারগীব)

হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক কুফা ও বসরার উদ্দেশ্যে প্রেরণ

হারেসা ইবনে মুদাররেব (রহঃ) বলেন, আমি কুফাবাসীদের নিকট প্রেরিত হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর চিঠি পড়িয়াছি। উহাতে লেখা ছিল,—

'অতঃপর আমি আম্মারকে আমীর রূপে ও আবদুল্লাহকে শিক্ষক ও উজীর হিসাবে পাঠাইলাম। তাহারা উভয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তোমরা তাহাদের কথা মান এবং তাহাদের অনুসরণ কর। আর আমি আবদুল্লাহ এর ব্যাপারে তোমাদের (প্রয়োজন)কে আমার (প্রয়োজনের) উপর প্রাধান্য দিলাম।

আবুল আসওয়াদ দুআলী (রহঃ) বলেন, আমি বসরা যাইয়া সেখানে এমরান ইবনে হুসাইন ও আবু নুজায়েদ (রাঃ)কে দেখিতে পাইলাম। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)বসরাবাসীকে দ্বীন শিক্ষা দিবার জন্য তাহাদিগকে পাঠাইয়াছিলেন। (ইবনে সা'দ)

শাম দেশের উদ্দেশ্যে প্রেরণ

মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব কুরাযী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কুরআন জমা করিয়াছিলেন পাঁচজন আনসারী ; যথা–
–হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ), হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ), আবু আইয়ুব (রাঃ) ও হযরত আবু দারদা (রাঃ)। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর খেলাফত কালে ইয়াযীদ ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ) তাঁহার নিকট এই মর্মে চিঠি লিখিলেন যে, 'শামবাসীগণ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহারা অশিক্ষিত এবং শহরগুলি পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের জন্য এমন লোকের প্রয়োজন যে তাহাদিগকে কুরআন ও দ্বীন শিক্ষা দিবে। হে আমীরুল মুমিনীন, আমাকে এমন কিছু লোক দ্বারা সাহায্য করুন যাহারা তাহাদিগকে শিক্ষা দিবে।'

হযরত ওমর (রাঃ) উক্ত পাঁচজনকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমাদের শামবাসী ভাইগণ আমার নিকট এমন লোকের সাহায্য চাহিয়াছে যাহারা তাহাদিগকে কুরআন ও দ্বীন শিক্ষা দিবে। 'আল্লাহ তোমাদের উপর রহম করুন', তোমরা তোমাদের মধ্য হইতে যে কোন তিন জন দ্বারা আমাকে সাহায্য কর। তোমরা ইচ্ছা করিলে এই ব্যাপারে লটারী করিতে পার। আর যদি (লটারী ছাড়াই) তিনজন রাজী হয়, তবে তাহারা যেন প্রস্তুত হইয়া যায়। তাঁহারা বলিলেন, আমাদের লটারীর প্রয়োজন নাই। ইনি অর্থাৎ হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ) বয়ঃবৃদ্ধ লোক। আর ইনি অর্থাৎ হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) অসুস্থ। সুতরাং বাকি তিনজন—হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ), হযরত ওবাদাহ (রাঃ) ও হযরত আবু দারদা (রাঃ) প্রস্তুত হইলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা 'হেমস' হইতে আরম্ভ কর। তোমরা (সেখানে) বিভিন্ন ধরনের লোক পাইবে। কিছুলোক পাইবে যাহারা দ্রুত শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। যদি এমন দেখ, তবে কিছুলোককে তাহাদের (শিক্ষাদীক্ষার) জন্য নিযুক্ত করিয়া দিবে। তারপর যখন তাহাদের (শিক্ষার ব্যাপারে) তোমরা সন্তুষ্ট হইবে তখন তোমাদের একজন সেখানে থাকিয়া যাইবে। আর একজন দামেশক ও একজন ফিলিস্তিনে চলিয়া যাইবে। তাঁহারা (প্রথম) হেমস–এ আসিলেন। এইখানে তাঁহারা ততদিন অবস্থান করিলেন যতদিন না লোকদের (শিক্ষার)

www.BANGLAKITAB.com

ব্যাপারে সন্তুষ্ট হইলেন। তারপর হযরত ওবাদাহ (রাঃ) তথায় রহিয়া গেলেন এবং হযরত আবু দারদা (রাঃ) দামেশক ও হযরত মুআয (রাঃ) ফিলিস্তিনে চলিয়া গেলেন। হযরত মুআয (রাঃ) আমওয়াছ–এর মহামারীর বৎসর (ফিলিস্তিনেই) ইন্তেকাল করিলেন। হযরত ওবাদাহ (রাঃ) পরে ফিলিস্তিন চলিয়া আসিলেন এবং তথায় ইন্তেকাল করিলেন। আর হযরত আবু দারদা (রাঃ) শেষ পর্যন্ত দামেশকেই রহিলেন এবং সেখানেই তাঁহার ইন্তেকাল হইল। (কান্য)

এল্‌ম তলবের উদ্দেশ্যে সফর

হযরত জাবের (রাঃ)এর শাম ও মিসর সফর

আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আকীল (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, একবার আমি জানিতে পারিলাম—এক ব্যক্তির নিকট একটি হাদীস আছে, যাহা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছেন। আমি একটি উট খরিদ করিয়া উহার উপর হাওদা বাঁধিলাম, এবং একমাসের পথ সফর করিয়া শামদেশে পৌঁছিলাম। সেখানে পৌঁছিয়া দেখিলাম, উক্ত ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনায়েস (রাঃ)। আমি দ্বাররক্ষককে বলিলাম, তুমি তাঁহাকে সংবাদ দাও যে, জাবের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে। তিনি শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আবদুল্লাহর বেটা? আমি বলিলাম, হাঁ। তিনি (দ্রুত) নিজের কাপড় পাড়াইতে পাড়াইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং আমার সহিত গলাগলি করিলেন। আমি বলিলাম, আমি জানিতে পারিয়াছি যে, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে 'কেসাস' (প্রতিদান) সম্পর্কিত একটি হাদীস শুনিয়াছেন। আমার ভয় হইল যে, উক্ত হাদীস শুনিবার পূর্বেই আপনার অথবা আমার মৃত্যু না হইয়া যায়। (কাজেই কালবিলম্ব না করিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।) তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা মানুষকে অথবা বলিয়াছেন, বান্দাগণকে উলঙ্গ খতনা ব্যতীত এবং 'বুহম' অবস্থায় উঠাইবেন। আমরা

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বুহম'এর কি অর্থ? তিনি বলিলেন, অর্থাৎ তাহাদের নিকট কোন (ধনসম্পদ) কিছুই থাকিবে না। অতঃপর তিনি তাহাদের মধ্যে এরূপ আওয়াজে ঘোষণা করিবেন যাহা নিকটের লোক যেমন শুনিতে পাইবে দূরের লোকও ঠিক তেমনই শুনিতে পাইবে। তিনি বলিবেন—আমিই প্রতিদান দাতা, আমিই বাদশাহ! কোন জাহান্নামী ব্যক্তির যদি কোন জান্নাতীর নিকট হক থাকিয়া থাকে তবে যতক্ষণ আমি উহা তাহার নিকট হইতে তাহাকে উসুল করিয়া না দিব সে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না। কোন জান্নাতী ব্যক্তির নিকট যদি জাহান্নামী কাহারো কোন হক থাকিয়া থাকে তবে যতক্ষণ উহা (সেই হক) আমি তাহার নিকট হইতে তাহাকে উশুল করিয়া না দিব সে জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। এমন কি একটি থাপ্পড়ও যদি হয়। আমরা বলিলাম, ইহা কিরূপে সম্ভব হইবে? আমরা তো উলঙ্গ খতনা হীন ও সম্পদহীন উপস্থিত হইব। তিনি বলিলেন, নেকী ও বদীর দ্বারা হইবে।

মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদির (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে কেসাস সম্পর্কিত একটি হাদীস বর্ণনাকারী মিসরে ছিলেন। আমি একটি উট খরিদ করিয়া সফর করিলাম। মিসরে পৌঁছিয়া তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইলাম। রেওয়ায়াতের বাকি অংশ উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত মাসলামা ইবনে মুখাল্লাদ (রাঃ) বলেন, আমি মিসরে ছিলাম। একদিন দ্বাররক্ষক আসিয়া বলিল, এক বেদুইন উষ্ট্রারোহী দ্বারপ্রান্তে অনুমতি চাহিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কে আপনি? তিনি বলিলেন, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী। আমি উপর (তলা) হইতে তাঁহার প্রতি চাহিয়া বলিলাম, আমি আপনার নিকট নামিয়া আসিব না আপনি উপরে আসিবেন? তিনি বলিলেন, না আপনাকে নামিতে হইবে, আর না আমি উপরে উঠিব। আমি জানিতে পারিয়াছি, আপনি মুমিনের দোষগোপন সম্পর্কে একটি হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিতেছেন। আমি উহা শুনিবার জন্য আসিয়াছি। বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলিতে শুনিয়াছি যে, 'যে ব্যক্তি কোন মুমিনের কোন দোষ গোপন করিল সে যেন জীবন্ত কবর দেওয়া মেয়েকে বাঁচাইল।' ইহা

www.BANGLAKITAB.com

শুনিয়া তিনি সঙ্গে সঙ্গে উট হাঁকাইয়া ফেরৎ রওয়ানা দিলেন।

মুনীব (রহঃ) তাহার চাচা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী (রাঃ) মিসরে অবস্থানরত অপর একজন সাহাবী (রাঃ) সম্পর্কে জানিতে পারিলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এই হাদীস বর্ণনা করিতেছেন—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আপন মুসলমান ভাইয়ের কোন দোষ গোপন রাখিবে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহার দোষ গোপন রাখিবেন।' উক্ত সাহাবী (রাঃ) সফর করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং হাদীস সম্পর্কে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, হাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আপন মুসলমান ভাইয়ের কোন দোষ গোপন রাখিবে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহার দোষ গোপন রাখিবেন।' আগত সাহাবী (রাঃ) বলিলেন, আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে ইহা শুনিয়াছি।

হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ)এর মিসর সফর

ইবনে জুরায়েজ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ) হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাঃ)এর নিকট মিসরে পৌঁছিলেন এবং বলিলেন, আমি আপনাকে এমন একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিব যাহার শ্রোতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের মধ্য হইতে আমি ও আপনি ব্যতীত আর কেহই অবশিষ্ট নাই। মুসলমানের দোষ গোপন করা সম্পর্কে আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে কিরূপ শুনিয়াছেন? তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—যে ব্যক্তি কোন মুমিনের কোন দোষ দুনিয়াতে গোপন রাখিবে আল্লাহ আয্যা ওয়াজাল্লা কেয়ামতের দিন তাহার দোষ গোপন রাখিবেন। (ইহা শুনিয়া) তিনি মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন এবং এই হাদীস বর্ণনা করা পর্যন্ত তিনি আপন (উটের) হাওদাও খুলিলেন না।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ) হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাঃ)এর নিকট আসিলেন। তিনি যখন মিসরে পৌঁছিলেন, লোকেরা হযরত ওকবা (রাঃ)কে সংবাদ দিল। তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। বাকি অংশ উপরোক্ত রেওয়ায়াত অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে। তবে শেষাংশে এইরূপ বলা হইয়াছে যে—হাদীস শুনিয়া হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ) তাঁহার বাহনে আরোহন করিলেন এবং মদীনায় ফিরিয়া গেলেন এবং এ যাবৎ তিনি তাহার উটের হাওদাও খোলেন নাই।

হযরত ওকবা ও অপর একজন সাহাবী (রাঃ)এর সফর

মাকহুল (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) হযরত মাসলামা ইবনে মুখাল্লাদ (রাঃ)এর নিকট আসিলেন। দ্বাররক্ষকের সহিত তাঁহার বাকবিতণ্ডের আওয়াজ শুনিয়া হযরত মাসলামা (রাঃ) তাঁহাকে ভিতরে আসিবার অনুমতি দিলেন। হযরত ওকবা (রাঃ) বলিলেন, আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ এর জন্য আসি নাই। আমি একটি প্রয়োজনে আসিয়াছি। সেদিনের কথা আপনার স্মরণ আছে কি? যেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি আপন ভাইয়ের কোন দোষ সম্পর্কে জ্ঞাত হইয়া উহাকে গোপন রাখিবে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহার দোষ গোপন রাখিবেন। তিনি বলিলেন, হাঁ। হযরত ওকবা (রাঃ) বলিলেন, এইজন্যই আসিয়াছি।

আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একজন সাহাবী (রাঃ) হযরত ফাজালা ইবনে ওবায়েদ (রাঃ)এর নিকট মিসরে একটি হাদীসের জন্য গিয়াছিলেন। দারামী বর্ণিত রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও উল্লেখ হইয়াছে যে, হযরত ফাজালা (রাঃ) তাঁহার উটকে খাওয়াইতে ছিলেন, বলিলেন, মারহাবা। উক্ত সাহাবী (রাঃ) বলিলেন, আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসি নাই, তবে আমি ও আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে একটি হাদীস শুনিয়াছিলাম। আপনার নিকট উহা সম্পর্কে কোন এল্‌ম পাইব আশা করিয়া আসিয়াছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ হাদীস? বলিলেন, এই রকম এই রকম হাদীস। (অর্থাৎ উক্ত হাদীস উল্লেখ করিলেন।)

WWW.BANGLAKITAB.COM

ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)এর ইরাক সফর

ওবায়দুল্লাহ ইবনে আদী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট একটি হাদীস আছে জানিতে পারিলাম। আমার এই ভয় হইল যে, তিনি মরিয়া গেলে হয়ত আর কাহারো নিকট উহা পাইব না। সুতরাং আমি সফর করিয়া তাঁহার নিকট ইরাকে পৌঁছিলাম।

অপর এক রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, অতঃপর আমি তাঁহাকে উক্ত হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমার নিকট উহা বর্ণনা করিয়া অঙ্গীকার নিলেন যেন, আমি উহা কাহাকেও না বলি। ওবায়দুল্লাহ বলেন, আমি তোমাদিগকে উহা বলিতাম যদি তিনি এমন না করিতেন।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর উক্তি সামনে আসিতেছে। তিনি বলিয়াছেন, আমি যদি জানিতে পারি যে, কেহ আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে আমার অপেক্ষা অধিক জ্ঞান রাখে তবে আমি তাঁহার নিকট সফর করিয়া যাইব।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর উপর যাহা নাযেল হইয়াছে উহা সম্পর্কে যদি আমা অপেক্ষা আর কেহ অধিক জ্ঞান রাখে বলিয়া আমি জানিতে পারি। আর উট তথায় আমাকে পৌঁছাইতে সক্ষম হয়, তবে অবশ্যই আমার এল্‌মের সহিত আরো এল্‌ম বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আমি তাঁহার নিকট যাইব। (কান্‌যুল উম্মাল)

যোগ্য ও বিশ্বস্ত লোকদের নিকট হইতে এল্‌ম অর্জন করা।। অযোগ্য লোকের নিকট এল্‌ম পৌঁছিলে উহার কি পরিণতি হইবে।।

হযরত আবু সা'লাবা (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আবু সা'লাবা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন

এক ব্যক্তির হাতে অর্পণ করুন যে ভালরূপে শিক্ষা দিতে পারে। তিনি আমাকে হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ)এর নিকট সোপর্দ করিয়া দিয়া বলিলেন, তোমাকে এমন ব্যক্তির নিকট দিলাম যে তোমাকে ভালরূপে এল্‌ম ও আদব শিক্ষা দিবে। (কান্‌য)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একবার তিনি ও বশীর ইবনে সা'দ আবু নো'মান (রাঃ) কথা বলিতেছিলেন। আমি তাঁহাদের নিকট গেলে আমাকে দেখিয়া তাঁহারা কথা বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি বলিলাম, হে আবু ওবায়দা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সহিত এইরকম তো বলেন নাই। তিনি বলিলেন, বস, তোমার সাথেও কথা বলিব। অতঃপর বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে বর্তমানে নবুওয়াত বিদ্যমান আছে। ইহার পর নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত আসিবে। তারপর বাদশাহী ও জোর–জুলুমের যুগ আসিবে। (তাবারানী)

কেয়ামতের আলামত

হযরত আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলাম, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতি নিষেধ কখন পরিত্যাগ করা হইবে? তিনি বলিলেন, যখন তোমাদের মধ্যে সেই জিনিষ প্রকাশ পাইবে যাহা তোমাদের পূর্বে বনী ইসমাঈলের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছিল। আমি বলিলাম, উহা কি? ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলিলেন, যখন তোমাদের ভাল লোকদের মধ্যে মিথ্যা ও দুষ্টলোকদের মধ্যে অশ্লীল কাজ প্রকাশ পাইবে। আর যখন তোমাদের কম বয়স্কদের হাতে রাজত্ব ও নিকৃষ্ট লোকদের নিকট এল্‌ম আসিবে।

হযরত আবু উমাইয়া জুমাহী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেয়ামতের আলামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, কেয়ামতের আলামতসমূহের মধ্য হইতে একটি এই যে, কম বয়স্কদের নিকট এল্‌ম অন্বেষণ করা হইবে। (তাবরানী)

www.BANGLAKITAB.com

হযরত ওমর ও ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর উক্তি

আবদুল্লাহ ইবনে উকায়েম (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিতেন, জানিয়া রাখ, সর্বাপেক্ষা সত্য কথা হইল আল্লাহর কথা। সর্বোত্তম চরিত্র হইল মুহাম্মাদ (সাঃ)এর চরিত্র। সর্বাপেক্ষা খারাপ বস্তু হইল বেদআত। জানিয়া রাখ, মানুষ ততদিন কল্যাণের পথে থাকিবে, যতদিন তাহারা তাহাদের বড়দের নিকট হইতে এল্‌ম অর্জন করিতে থাকিবে।

বেলাল ইবনে ইয়াহইয়া (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি জানি, মানুষের অবস্থা কখন সুশৃঙ্খল থাকিবে আর কখন বিশৃঙ্খল হইবে। যখন ছোটদের নিকট হইতে এল্‌ম আসিবে তখন বয়স্করা ছোটদের কথা অমান্য করিবে, যখন বয়স্কদের নিকট হইতে এল্‌ম আসিবে তখন ছোটরা তাহাদেরকে মান্য করিবে। আর উভয়েই হেদায়াত পাইবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, মানুষ ততদিন ভাল ও (দ্বীনের উপর) মজবুত থাকিবে যতদিন তাহারা তাহাদের বড় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর সাহাবা (রাঃ)দের নিকট হইতে এল্‌ম গ্রহণ করিতে থাকিবে। আর যখন তাহারা তাহাদের ছোটদের নিকট হইতে এল্‌ম গ্রহণ করিবে, ধ্বংস হইবে।

অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, মানুষ ততদিন কল্যাণের উপর থাকিবে যতদিন তাহারা তাহাদের বয়স্কদের নিকট হইতে এল্‌ম গ্রহণ করিতে থাকিবে। আর তাহারা যখন তাহাদের ছোটদের ও অসৎলোকদের নিকট হইতে এল্‌ম শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিবে, ধ্বংস হইবে।

অন্য এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, যতদিন এল্‌ম তোমাদের বড়দের নিকট থাকিবে তোমরা কল্যাণের উপর থাকিবে। আর যখন এল্‌ম তোমাদের ছোটদের নিকট হইবে তখন ছোটরা বড়দের বিদ্রূপ (অপমান) করিবে।

হযরত মুআবিয়া ও হযরত ওমর (রাঃ)এর বাণী

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলিয়াছেন, সর্বাধিক গোমরাহী সেই ব্যক্তির জন্য যে, কুরআন পড়িয়াছে কিন্তু বুঝে নাই। অতঃপর সে তাহার ছেলে, গোলাম,

স্ত্রী ও বাঁদীকে শিক্ষা দেয়। এবং আলেমদের সহিত বচসা করিতে আরম্ভ করে।

আবু হাযেম (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি এই উম্মতের জন্য সেই মুমিনকে ভয় করিনা যাহার ঈমান তাহাকে বাধা দেয়, আর না সেই গুনাহগারকে ভয় করি যে প্রকাশ্যে গুনাহ করিয়া বেড়ায়। অবশ্য এই উম্মতের জন্য সেই ব্যক্তিকে ভয় করি যে কুরআন অতি শুদ্ধ করিয়া পড়িতে শিখিয়াছে। তারপর সে উহার অপব্যাখ্যা করে।

হযরত ওকবা (রাঃ)এর অসিয়ত

হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহার ইন্তেকালের সময় হইলে তিনি তাঁহার ছেলেদেরকে ডাকিয়া বলিলেন, হে আমার ছেলেরা, আমি তোমাদিগকে তিনটি কাজ হইতে নিষেধ করিতেছি, উত্তম রূপে স্মরণ রাখিও। বিশ্বস্ত লোক ব্যতীত কাহারো নিকট হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস গ্রহণ করিও না। কর্জ করিও না যদিও মোটা কাপড় পরিধান করিতে হয়। কবিতা লিখিও না, তোমাদের অন্তর কুরআন হইতে গাফেল হইয়া যাইবে। (তাবরানী)

হযরত ওমর (রাঃ)এর ভাষণ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) জাবিয়াতে লোকদের উদ্দেশ্যে খোতবা দেওয়ার সময় বলিলেন, হে লোকসকল, যে ব্যক্তি কুরআন সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চাহে সে যেন হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)এর নিকট যায়। যে ব্যক্তি ফারায়েজ (সম্পত্তি বন্টনের মাসায়েল) সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চাহে, সে যেন হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)এর নিকট যায়। আর যে ব্যক্তি মাল (ধন) চাহে, সে যেন আমার নিকট আসে। কারণ আল্লাহ তায়ালা আমাকে এই মালের রক্ষক ও বন্টনকারী বানাইয়াছেন। (তাবরানী)

www.BANGLAKITAB.com

তালেবে এল্‌মকে মারহাবা ও সুসংবাদ দান

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর মারহাবা দান

হযরত সাফওয়ান ইবনে আস্‌সাল (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলাম। তিনি তাঁহার একটি লাল চাদরে হেলান দিয়া মসজিদে বসিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এল্‌মের তালাশে আসিয়াছি। তিনি বলিলেন, তালেবে এল্‌মকে মারহাবা! এই হাদীসের বাকি অংশ এই অধ্যায়ের প্রথমে বর্ণিত হইয়াছে। (তাবরানী)

আবু সাঈদ (রাঃ)এর মারহাবা দান

আবু হারুন (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত আবু সাঈদ (রাঃ)এর নিকট আসিলে তিনি বলিতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অসিয়ত (পালনার্থে তোমাদিগ)কে মারহাবা! কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন,মানুষ তোমাদের অনুসারী হইবে। দূর দূর এলাকা হইতে লোকেরা তোমাদের নিকট দ্বীন শিক্ষা করিবার জন্য আসিবে। তাহারা যখন তোমাদের নিকট আসিবে তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। (তিরমিযী)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, পূর্বদিক হইতে লোকরা তোমাদের নিকট এল্‌ম শিক্ষা করিতে আসিবে। তাহারা যখন তোমাদের নিকট আসিবে তখন তোমরা তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। সুতরাং হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) যখনই আমাদিগকে দেখিতেন, বলিতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিয়ত (পালনার্থে তোমাদিগ)কে মারহাবা!

এক রেওয়ায়াতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহাদিগকে উহা শিক্ষা দিবে যাহা আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। অপর রেওয়ায়াতে আছে, শীঘ্রই তোমাদের নিকট পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হইতে লোকজন দ্বীন শিক্ষা করিতে আসিবে। যখন তাঁহারা তোমাদের নিকট আসে তখন তোমরা তাহাদের জন্য মজলিসকে প্রশস্ত করিও ও তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিও। তাহাদিগকে শিক্ষা দিও।

ইবনে আসাকির (রহঃ)এর অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, তাহাদিগকে শিক্ষা দিও এবং তাহাদিগকে বলিও, মারহাবা, মারহাবা, কাছে এস।

ইবনে নাজ্জার (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই সকল নবাগতরা আবু সাঈদ (রাঃ)এর নিকট আসিলে তিনি বলিতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিয়াত (পালনার্থে তোমাদিগ)কে মারহাবা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে তোমাদের জন্য মজলিসকে প্রশস্ত করিতে ও তোমাদিগকে হাদীস শিক্ষা দিতে আদেশ করিয়াছেন। কারণ তোমরাই আমাদের উত্তরসূরী ও আমাদের পরে মুহাদ্দিস হইবে। নবাগতদের তিনি ইহাও বলিতেন যে, তুমি যদি কোন জিনিস না বুঝিয়া থাক তবে আমার নিকট বুঝিয়া লইও। কারণ তুমি না বুঝিয়া উঠিয়া যাওয়া অপেক্ষা বুঝিয়া উঠ, ইহা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। (কান্‌য)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর মারহাবা দান

ইসমাঈল (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত হাসান বিস্‌রি (রহঃ)এর নিকট তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। এত লোক হইল যে, ঘর ভরিয়া গেল। তিনি নিজের পা গুটাইয়া লইলেন এবং বলিলেন, আমরা হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)কে দেখিতে এত লোক গেলাম যে, ঘর ভরিয়া ফেলিলাম। তিনি নিজের পা গুটাইয়া লইলেন। তারপর বলিলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এত লোক গেলাম যে, ঘর ভরিয়া ফেলিলাম। তিনি এক পার্শ্বে কাত হইয়া শুইয়াছিলেন। আমাদিগকে দেখিয়া পা গুটাইয়া লইলেন। তারপর বলিলেন, শীঘ্রই আমার পর তোমাদের নিকট লোকেরা এল্‌ম শিক্ষা করিতে আসিবে। তাহাদিগকে মারহাবা ও মোবারকবাদ দিও এবং শিক্ষা দিও। হযরত হাসান (রহঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, আমরা এমন অনেক লোককে পাইয়াছি যাহারা আমাদিগকে না মারহাবা না মোবারকবাদ দিয়াছে, আর না শিক্ষা দিয়াছে, উপরন্তু আমরা যখন তাহাদের নিকট যাইতাম তাহারা আমাদের সহিত কঠোর ব্যবহার করিত।

www.BANGLAKITAB.com

হাদীস বর্ণনাকালে মুচকি হাসা

উম্মে দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন যে, হযরত আবু দারদা (রাঃ) যখনই কোন হাদীস বর্ণনা করিতেন মুচকি হাসিতেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, আমার আশঙ্কা হয় লোকেরা আপনাকে (এই অকারণ হাসির দরুন) আহাম্মক ভাবিয়া না বসে। তিনি উত্তর দিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোন হাদীস বর্ণনা করিতেন মুচকি হাসিতেন।

এল্‌মের মজলিস ও ওলামাদের সংশ্রবে বসা

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর উৎসাহ দান

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের কোন্ সঙ্গী সর্বাপেক্ষা উত্তম? তিনি বলিলেন, যাহাকে দেখিলে তোমাদের আল্লাহর কথা স্মরণ হয়, তাঁহার কথা তোমাদের এল্‌মকে বৃদ্ধি করে ও তাহার আমল তোমাদিগকে আখেরাতের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

সাহাবা (রাঃ)দের গোলাকার হইয়া বসা

হযরত কুররাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে সে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বসিতেন তখন সাহাবা (রাঃ) তাঁহার নিকট গোলাকার হইয়া বসিয়া যাইতেন।

ইয়াযীদ রাক্কাশী (রহঃ) বলেন, হযরত আনাস (রাঃ) আমাদের নিকট উক্ত হাদীস বর্ণনা করিয়া আনুসঙ্গিক যে সকল কথা বলিয়াছেন তন্মধ্যে ইহাও বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌র কসম, উহা এমন নহে যেমন তুমি ও তোমার সঙ্গীগণ করিয়া থাক, অর্থাৎ, তোমাদের কেহ এক জায়গায় বসিয়া পড়ে এবং তাহার আশে পাশে লোকজন একত্রিত হইয়া যায় আর সে খোতবা দিতে আরম্ভ করে। বরং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ফজরের নামাযের পর বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া গোলাকারে বসিয়া পড়িতেন ও কুরআন পড়িতেন, ফরজ ও সুন্নতসমূহ শিক্ষা করিতেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি মুহাজেরীনদের এক জামাতের

সহিত বসিয়াছিলাম। তাহাদের অবস্থা এরূপ ছিল যে, পরিধেয় কাপড়ের অভাবে তাহারা একে অপরের আড়াল হইয়া বসিয়া ছিলেন। আমাদের মধ্যে একজন ক্বারী আমাদিগকে কুরআন পড়িয়া শুনাইতে ছিলেন, আর আমরা আল্লাহর কিতাব শুনিতেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক পয়দা করিয়াছেন যাহাদের সহিত আমাকে জমিয়া বসিবার হুকুম করিয়াছেন। তারপর বৃত্তাকারটি ঘুরিয়া বসিল এবং সকলের চেহারা দেখা যাইতে লাগিল। তন্মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ব্যতীত কাহাকেও চিনিতে পারিলেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে দরিদ্র মুহাজেরগণ, কেয়ামতের দিন পূর্ণ নূরের সুসংবাদ গ্রহণ কর। তোমরা ধনীদের অর্ধদিন পূর্বে (জান্নাতে) প্রবেশ করিবে। আর (কেয়ামতের) অর্ধদিন (দুনিয়ার) পাঁচশত বৎসর (এর সমান) হইবে। (বিদায়াহ)

এলমের মজলিসকে প্রাধান্য দান

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে দুইটি মজলিসের নিকট আসিলেন। একটিতে তাঁহারা আগ্রহচিত্তে আল্লাহর যিকির করিতেছিলেন। অপরটিতে তাঁহারা এল্‌ম শিক্ষা করিতেছিলেন ও শিক্ষা দিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উভয় মজলিসই ভালকাজে লিপ্ত আছে, তবে এক দল অপর দল হইতে উত্তম। অবশ্য ইহারা আল্লাহকে ডাকিতেছে ও তাহার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। তিনি তাহাদিগকে ইচ্ছা হয় দান করিবেন ইচ্ছা হয় দান করিবেন না। আর ইহারা শিক্ষা করিতেছে ও অজ্ঞকে শিক্ষাদান করিতেছে আমি তো শিক্ষক হিসাবেই প্রেরিত হইয়াছি। এই বলিয়া তিনি তাহাদের সহিত বসিয়া গেলেন।

এশার পর এলমের মজলিস

আবুবকর ইবনে আবু মুসা (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত

www.BANGLAKITAB.com

আবু মুসা (রাঃ) এশার নামাযের পর হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নিকট আসিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, কেন আসিয়াছেন? তিনি বলিলেন, আপনার সহিত কথা বলিবার জন্য আসিয়াছি। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন এই সময়! তিনি বলিলেন, এল্‌ম সম্পর্কীয় কথা। হযরত ওমর (রাঃ) বসিয়া গেলেন। তাঁহারা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আলোচনা করিলেন। অতঃপর হযরত আবু মুসা (রাঃ) বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, (তাহাজ্জুদ) নামাযের সময় হইয়াছে। তিনি বলিলেন, আমরা তো নামাযেই আছি। (কান্‌য)

হযরত উবাই (রাঃ)এর সহিত জুন্দুব (রাহঃ)এর ঘটনা

জুন্দুব ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী (রহঃ) বলেন, আমি এল্‌মের তালাশে মদীনায় উপস্থিত হইলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, লোকেরা বিভিন্ন স্থানে গোল হইয়া বসিয়া কথা বলিতেছে। আমি মজলিসগুলির পাশ অতিক্রম করিয়া একটি মজলিসের নিকট উপস্থিত হইলাম। উক্ত মজলিসে এক ব্যক্তিকে দেখিলাম মলিন চেহারা ও তাহার পরিধানে দুইটি কাপড়। মনে হইল যেন সফর করিয়া ফিরিয়াছেন, তাহাকে বলিতে শুনিলাম যে, কাবার রবের কসম, শাসকগণ ধ্বংস হইয়াছে। কিন্তু আমি তাহাদের জন্য ব্যথিত নহি। জুন্দুব (রহঃ) বলেন, আমার ধারণা তিনি এই কথা কয়েকবার বলিয়াছেন। আমি তাহার নিকট বসিলাম। তিনি যতক্ষণ পারিলেন হাদীস বর্ণনা করিয়া উঠিয়া গেলেন। তিনি উঠিবার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনি কে? লোকেরা বলিল, ইনি সাইয়েদুল মুসলিমীন উবাই ইবনে কা'ব(রাঃ)।

আমি তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া তাঁহার বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছিয়া দেখিলাম, তাহার ঘর–দোর সবই জরাজীর্ণ। দুনিয়া ত্যাগী ও লোকজন হইতে দূরে একাকী বসবাস করেন। তাঁহার কাজগুলি পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমি তাঁহাকে সালাম দিলাম, তিনি আমার সালামের উত্তর দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোন্ দেশী? আমি বলিলাম, ইরাকবাসী। তিনি বলিলেন, যাহারা আমাকে আধিক পরিমাণে প্রশ্ন করিয়া থাকে! জুন্দুব (রহঃ) বলেন, তাঁহার কথায় আমার রাগ হইল। আমি হাটু গাড়িয়া বসিয়া এই ভাবে হাত উঠাইলাম–

নিজের চেহারা বরাবর হাত উঠাইয়া দেখাইলেন। তারপর কেবলামুখী হইয়া বলিলাম, আয় আল্লাহ, আমরা আপনার নিকট নালিশ করিতেছি যে, আমরা এল্‌মের তালাশে পয়সা খরচ করিতেছি, জানকে কষ্ট দিতেছি এবং বাহনের পিঠে আসবাব বাঁধিয়া সফর করিতেছি। আর যখন তাহাদের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয় তাঁহারা আমাদের প্রতি মুখ বিকৃত করে ও আমাদিগকে এই ধরনের কথা বলে।

জুন্দুব (রহঃ) বলেন, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) (ইহা শুনিয়া) কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন এবং আমাকে সন্তুষ্ট (রাজী) করিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন, নাশ হউক তোমার! আমার উদ্দেশ্য এমন ছিল না, আমার উদ্দেশ্য এমন ছিল না। অতঃপর বলিলেন, আয় আল্লাহ, আমি আপনার সহিত অঙ্গীকার করিতেছি যে, যদি আগামী জুমআ পর্যন্ত আমি জীবিত থাকি তবে এমন হাদীস বর্ণনা করিব যাহা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে শুনিয়াছি। এবং এই ব্যাপারে আমি কাহারো তিরস্কারের ভয় করিব না। জুন্দুব (রহঃ) বলেন, তাহার এই কথার পর আমি ফিরিয়া আসিলাম এবং জুমআর দিনের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বৃহস্পতিবার দিন আমি আমার কোন প্রয়োজনে ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম সকল অলিগলি লোকে লোকারণ্য। কোন গলি এমন ছিল না যে, তাহাতে লোকের ভিড় দেখিতে পাই নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, লোকদের কি হইয়াছে? তাহারা বলিল, মনে হয় তুমি বিদেশী? আমি বলিলাম, হাঁ। তাহারা বলিল, সাইয়েদুল মুসলিমীন হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)এর ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে। জুন্দুব (রহঃ) বলেন, তারপর ইরাকে হযরত আবু মূসা (রাঃ)এর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে আমি হযরত উবাই (রাঃ)এর উক্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলাম। তিনি বলিলেন, হায় আফসোস! যদি তিনি জীবিত থাকিতেন আর তাঁহার কথা আমরা জানিতে পারিতাম!

হযরত এমরান (রাঃ)এর হাদীস বর্ণনা

হেলাল ইবনে ইয়াসাফ (রহঃ) বলেন, আমি বসরায় পৌঁছিলাম। এবং মসজিদে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলাম যে, সাদা চুল সাদা দাড়িওয়ালা

www.BANGLAKITAB.com

একজন বৃদ্ধ একটি থামের সহিত হেলান দিয়া মজলিসের লোকদিগকে হাদীস শুনাইতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনি কে? তাহারা বলিল, ইনি হযরত এমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ)। (ইবনে সা'দ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর এলমের মজলিস

আবু সালেহ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর মজলিস দেখিয়াছি। সমস্ত কুরাইশগণ যদি সেই মজলিসের উপর গর্ব করিতে চাহে তবে উহা (তাহাদের জন্য) গর্বের বস্তুই বটে! আমি দেখিয়াছি, একবার এত লোক একত্রিত হইয়াছে যে, রাস্তা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কেহই আসা-যাওয়া করিতে পারিতেছে না। আবু সালেহ (রহঃ) বলেন, আমি তাঁহার নিকট যাইয়া লোকদের এইরূপে দ্বারে উপস্থিত হওয়ার সংবাদ দিলে তিনি আমাকে বলিলেন, আমার জন্য অযূর পানি রাখ। তারপর তিনি অযূ করিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, যাও, তাহাদিগকে বল, যে ব্যক্তি কুরআন ও উহার হরফ এবং কুরআন সম্পর্কে আর যাহা কিছু তাহার জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, সে যেন ঘরে প্রবেশ করে। বলেন, আমি যাইয়া তাহাদের মধ্যে এই ঘোষণা করিয়া দিলে, এতলোক ঘরে প্রবেশ করিল যে, ঘর ও হুজরা ভরিয়া ফেলিল। তাহারা যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিল তিনি উহার উত্তর তো দিলেনই উপরন্তু তাহারা যে পরিমাণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল উহার সমপরিমাণ বরং উহা অপেক্ষা আরও বেশী ও অতিরিক্ত তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন। তারপর বলিলেন, তোমাদের পরবর্তী ভাইদের জন্য জায়গা ছাড়িয়া দাও। তাহারা বাহির হইয়া গেল।

তিনি বলিলেন, যাও,বল, যে ব্যক্তি কুরআনের তফসীর ও উহার তাবীল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে সে যেন ঘরে প্রবেশ করে। আমি বাহির হইয়া তাহাদিগকে জানাইলে এত লোক প্রবেশ করিল যে, ঘর ও হুজরা ভরিয়া ফেলিল। তাহারা যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিল তিনি উহার উত্তর তো দিলেনই উপরন্তু তাহাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন পরিমাণ বরং আরও বেশী ও অতিরিক্ত তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন। তারপর বলিলেন, তোমাদের পরবর্তী ভাইদের জন্য জায়গা ছাড়িয়া দাও। তাহারা বাহির হইয়া গেল।

তিনি বলিলেন, যাও, বল, যে ব্যক্তি হালাল-হারাম ও ফেকাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে সে যেন ভিতরে প্রবেশ করে। আমি বাহির হইয়া তাহাদিগকে বলিলাম। এবারও এতলোক ঘরে প্রবেশ করিল যে, ঘর ও হুজরা ভরিয়া ফেলিল। তাহারা যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিল তিনি উহার উত্তর দিলেন এবং উহার সমপরিমাণ অতিরিক্ত বলিয়া দিলেন। অতঃপর বলিলেন, তোমাদের ভাইদের জন্য জায়গা ছাড়িয়া দাও। তাহারা বাহির হইয়া গেলে আমাকে বলিলেন, যাও, বল, যে ব্যক্তি ফারায়েজ ও উহার ন্যায় অন্যান্য মাসায়েল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে সে যেন, ভিতরে প্রবেশ করে। আমি বাহিরে যাইয়া তাহাদিগকে জানাইলে এতলোক ভিতরে প্রবেশ করিল যে, ঘর ও হুজরা ভরিয়া ফেলিল। তাহারা যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিল তিনি উহার উত্তর দিলেন এবং সমপরিমাণ অতিরিক্ত মাসায়েল তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন। তারপর বলিলেন, তোমাদের (পরবর্তী) ভাইদের জন্য জায়গা ছাড়িয়া দাও। তাহারা বাহির হইয়া গেলে আমাকে বলিলেন, যাও, বল, যে ব্যক্তি আরবী ভাষা ও কবিতা ও দুর্বোধ্য বাক্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে চাহে সে যেন ভিতরে প্রবেশ করে। সুতরাং এবারও এত লোক ভিতরে প্রবেশ করিল যে, ঘর ও হুজরা ভরিয়া ফেলিল। তাহারা যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিল তিনি উহার জবাব দিলেন ও সমপরিমাণ অতিরিক্ত কথাও তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন। আবু সালেহ (রহঃ) বলেন, কুরাইশগণ সকলে যদি ইহার উপর গর্ব করে তবে ইহা গর্বের জিনিসই বটে। (আবু নুআঈম)

সাহাবা (রাঃ)দের উক্তি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, কতই না উত্তম সেই মজলিস যেখানে হেকমতের কথা আলোচনা হয়। অন্য রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কতই না উত্তম সেই মজলিস যেখানে হেকমত (এর কথা) ছড়ানো হয় ও রহমতের আশা করা হয়। (তাবরানী)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি বলিতেন, মুত্তাকীগণ সরদার, ফকীহগণ (ফেকাহ বিশারদ) অগ্রনায়ক, তাহাদের সহিত উঠাবসা (এল্‌ম ও আমল) বর্ধনের উপায়।

www.BANGLAKITAB.com

হযরত আবু জুহাইফা (রাঃ) বলিয়াছেন, বড়দের সংশ্রব গ্রহণ কর। ওলামাদের সহিত বন্ধুত্ব কর। হুকামাদের (বিজ্ঞলোকদের) সহিত মেলামেশা কর।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তির জন্য আহলে এল্‌মদের সহিত চলাফেরা,আসা–যাওয়াই তাহার জ্ঞানের পরিচয়।

এল্‌মের মজলিসের সম্মান ও তা'যীম করা

হযরত সাহল (রাঃ)এর ঘটনা

আবু হাযেম (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত সাহল (রাঃ) তাঁহার কাওমের মজলিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাদীস বর্ণনা করিতেছিলেন। মজলিসের মধ্যে কিছু লোক পরস্পর কথা বলিতেছিল। তিনি রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, ইহাদের দিকে দেখ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন সকল হাদীস তাহাদিগকে শুনাইতেছি যাহা আমার চক্ষু দেখিয়াছে এবং আমার কান শুনিয়াছে আর তাহারা পরস্পর কথা বলিতেছে। জানিয়া রাখ, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের মধ্য হইতে বাহির হইয়া যাইব আর কখনও তোমাদের নিকট আসিব না। আমি বলিলাম, আপনি কোথায় যাইবেন? তিনি বলিলেন, আমি আল্লাহর রাহে জেহাদ করিতে থাকিব। আমি বলিলাম, আপনি কিরূপে জেহাদ করিবেন? অথচ আপনি ঘোড়ায় চড়িতে পারেন না, তলওয়ার পরিচালনা করিতে পারেন না এবং বর্শা দ্বারা আঘাত করিতে পারেন না। তিনি বলিলেন, হে আবু হাযেম! আমি যাইয়া যুদ্ধের কাতারে দাঁড়াইব। কোন অজ্ঞাত তীর অথবা পাথর আসিয়া আমার গায়ে লাগিবে আর আল্লাহ তায়ালা আমাকে শাহাদাত দান করিবেন।

ওলামা ও তোলাবাদের আদাব

যেনার অনুমতি প্রার্থনার ঘটনা

হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একজন কুরাইশী যুবক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া

বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে যেনা করিবার অনুমতি দিন। লোকরা তাহাকে ধমক দিতে লাগিলে তিনি বলিলেন, থাম, থাম। তারপর তাহাকে বলিলেন, কাছে এস। সে তাঁহার কাছে আসিলে বলিলেন, তুমি তোমার মায়ের জন্য ইহা পছন্দ করিবে কি? সে বলিল, না, আল্লাহর কসম, আল্লাহ আমাকে আপনার উপর কোরবান করুন। তিনি বলিলেন, লোকেরাও ইহা তাহাদের মায়ের জন্য পছন্দ করিবে না। বলিলেন, তুমি কি তোমার মেয়ের জন্য ইহা পছন্দ করিবে? সে বলিল, না, আল্লাহর কসম। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ আমাকে আপনার উপর কোরবান করুন। তিনি বলিলেন, লোকেরাও তাহাদের মেয়েদের জন্য ইহা পছন্দ করিবে না। বলিলেন, তুমি কি তোমার বোনের জন্য ইহা পছন্দ করিবে? সে বলিল, না, আল্লাহর কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ আমাকে আপনার উপর কোরবান করুন। বলিলেন, লোকেরাও তাহাদের বোনদের জন্য ইহা পছন্দ করিবে না। বলিলেন, তুমি তোমার ফুফুর জন্য ইহা পছন্দ করিবে? সে বলিল, না, আল্লাহর কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আমাকে আপনার উপর কোরবান করুন। বলিলেন, লোকেরাও তাহাদের ফুফুদের জন্য ইহা পছন্দ করিবে না। বলিলেন, তুমি কি তোমার খালার জন্য ইহা পছন্দ করিবে? সে বলিল, না, আল্লাহর কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আমাকে আপনার উপর কোরবান করুন। বলিলেন, লোকেরাও তাহাদের খালাদের জন্য ইহা পছন্দ করিবে না। হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) বলেন, তারপর তিনি তাহার (গায়ের) উপর হাত রাখিয়া বলিলেন—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهٗ وَطَهِّرْ قَلْبَهٗ وَحَصِّنْ فَرْجَهٗ !

অর্থ ঃ 'আয় আল্লাহ, তাহার গুনাহকে মাফ করিয়া দিন, তাহার অন্তরকে পবিত্র করিয়া দিন ও তাহার লজ্জাস্থানকে হেফাযত করুন।'

হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) বলেন, ইহার পর আর কখনও সেই যুবক কোন জিনিসের প্রতি চক্ষু উঠাইয়া তাকায় নাই। (আহমাদ)

www.BANGLAKITAB.com

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর কথা বলিবার তরীকা

হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কথা বলিতেন (প্রত্যেক কথাকে) তিনবার বলিতেন, যাহাতে শ্রোতা উহা বুঝিয়া লইতে পারে। (তাবরানী)

ওয়ায়েজের জন্য তিনটি নসীহত

শা'বী (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) মদীনাবাসীদের ওয়ায়েজ ইবনে আবি সায়েবকে বলিলেন, আমার তিনটি কথা তুমি মানিয়া চলিবে। অন্যথায় তোমার সহিত আমার বিবাদ হইবে। তিনি বলিলেন, উহা কি? হে উম্মুল মুমিনীন, নিশ্চয়ই আমি আপনার কথা মানিব। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, দোয়ার মধ্যে ছন্দ করিবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) উহা করিতেন না। লোকদিগকে প্রত্যেক সপ্তাহে একবার ওয়াজ করিবে, না হয় দুই বার, না হয় তিনবার, এই কিতাব (অর্থাৎ কুরআনে) এর প্রতি লোকদের (মনে) বিরক্তি সৃষ্টি করিবে না। আর আমি তোমাকে যেন এমন না দেখি যে, তুমি লোকদের পরস্পর কথাবার্তার মাঝখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের কথাবার্তাকে বন্ধ করিয়া দাও। বরং তুমি তাহাদিগকে নিজেদের অবস্থার উপর থাকিতে ..ও। অ... যখন তাহারা তোমাকে অনুমতি দেয় ও আদেশ করে তখ.. তাহাদি..ে ওয়াজ কর। (আহমাদ)

বিরতি দিয়া ওয়াজ করা

শাকীক ইবনে সালামাহ (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) আমাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, আমি তোমাদের মজলিসের সংবাদ পাই, কিন্তু তোমাদের বিরক্তির আশঙ্কাই আমাকে তোমাদের নিকট আসিতে বাধা দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বিরক্তির আশঙ্কায় বিরতি দিয়া আমাদিগকে ওয়াজ করিতেন।

আ'মাশ (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এক ব্যক্তির নিকট গেলেন। সে এক দল লোককে নসীহত করিতেছিল।

তিনি তাহাকে বলিলেন, হে নসীহতকারী, লোকদিগকে (আল্লাহর রহমত হইতে) নিরাশ করিও না।

বিচক্ষণ আলেমের পরিচয়

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আমি কি তোমাদিগকে বিচক্ষণ আলেম সম্পর্কে বলিব না? যে ব্যক্তি লোকদেরকে আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ করে না, তাহাদিগকে আল্লাহর নাফরমানীর প্রতি প্রশ্রয় দেয় না, আল্লাহর আজাব হইতে নির্ভিক করে না, এবং অন্য জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া কুরআনকে পরিত্যাগ করে না। এল্‌ম ব্যতীত এবাদতে কোন মঙ্গল নাই। বুঝ ব্যতীত এল্‌মে কোন মঙ্গল নাই। অপর রেওয়ায়াতে আছে পরহেজগারী ব্যতীত এল্‌মে কোন মঙ্গল নাই। (অর্থের প্রতি) গভীর ভাবে চিন্তা ব্যতীত কেরাআতে কোন মঙ্গল নাই। (কান্‌যুল উম্মাল)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর নসীহত

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয (রাঃ) ও হযরত আবু মূসা (রাঃ)কে ইয়ামান পাঠাইবার কালে বলিয়াছিলেন, পরস্পর সাহায্য করিবে ও মান্য করিবে। (লোকদিগকে) সুসংবাদ দিবে, ঘৃণা সৃষ্টি করিবে না। সুতরাং হযরত মুআয (রাঃ) (ইয়ামানে যাইয়া) লোকদিগকে খোতবা দিলেন এবং তাহাদিগকে ইসলাম, এল্‌ম ও কুরআন শিক্ষা করার জন্য উৎসাহিত করিলেন। তারপর বলিলেন, আমি তোমাদিগকে বলিয়া দিতেছি, কাহারা জান্নাতী ও কাহারা জাহান্নামী। যাহার সম্পর্কে ভাল আলোচনা করা হয় সে জান্নাতী। আর যাহার সম্পর্কে খারাপ আলোচনা করা হয় সে জাহান্নামী। (তাবরানী)

সাহাবা (রাঃ)দের মজলিস

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ) যখন (কোথাও) বসিতেন তখন তাহাদের আলোচনার বস্তু হইত এল্‌ম। অথবা কেহ কোন সূরা পড়িতেন বা কাহাকেও সূরা পড়িতে বলিতেন। (হাকেম)

www.BANGLAKITAB.com

তালেবে এলমের জন্য বর্জনীয় বিষয়

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি এল্‌মের কোন স্থান অধিকার করিতে পারিবে না যতক্ষণ না সে তাহার অপেক্ষা উপরের লোকের প্রতি হিংসা ও নিচের লোকের প্রতি তুচ্ছভাব এবং এল্‌মের বিনিময়ে কোন মূল্য গ্রহণ পরিত্যাগ করে।

এলম শিক্ষা করিতে ও দিতে করণীয় বিষয়

হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন,তোমরা এল্‌ম শিক্ষা কর ও লোকদিগকে উহা শিক্ষা দাও। এল্‌মের জন্য গাম্ভির্য ও শান্ত মন অর্জন কর। যাহাদের নিকট এল্‌ম শিক্ষা কর তাহাদের সহিত ও যাহাদিগকে শিক্ষা দাও তাহাদের সহিত বিনয় ব্যবহার কর। এমন অহঙ্কারী আলেম হইও না যে তোমাদের মূর্খতার সামনে তোমাদের এল্‌ম টিকিতে না পারে। (অর্থাৎ এল্‌ম অপেক্ষা মূর্খতা বেশী হয়।) (কান্‌য)

তালেবে এলমের জন্য করণীয় বিষয়

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আলেমের হক হইল তাহাকে অধিক প্রশ্ন করিবে না। তাঁহাকে জবাব দিতে বাধ্য করিবে না। তিনি যখন এড়াইতে চাহেন তখন তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিবে না। তিনি নিরুৎসাহ বোধ করিলে তাঁহার কাপড় টানিবে না, তাঁহার প্রতি হাত দ্বারা ইশারা করিবে না, চোখ টিপিয়া ইঙ্গিত করিবে না। তাঁহার মজলিসে প্রশ্ন করিবে না। তাঁহার দোষ তালাশ করিবে না। তাঁহার পদস্খলন হইলে তাঁহাকে শোধরাইবার সুযোগ দিবে। শোধরাইয়া গেলে তাহা মানিয়া লইবে। তাঁহার নিকট এমন বলিবে না যে, অমুক আপনার বিপরীত বলিয়াছে। তাঁহার গোপন কথা ফাঁস করিবে না। তাঁহার নিকট কাহারো সম্পর্কে গীবত করিবে না। উপস্থিত ও অনুপস্থিত সর্বাবস্থায় তাঁহার কথা মান্য করিবে। কাওমকে সাধারণ ভাবে ও তাঁহাকে বিশেষভাবে সালাম দিবে। তাঁহার সম্মুখে বসিবে। তাঁহার কোন প্রয়োজন হইলে তুমি সকলের পূর্বে তাঁহার খেদমতের জন্য অগ্রসর হইবে। দীর্ঘ সময় তাঁহার সোহবতে বসিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিবে না। তাঁহার উদাহরণ সেই

খেজুর গাছের ন্যায় যাহার নিচে তুমি এইজন্য অপেক্ষা করিতেছ যে, কখন তোমার উপর উহা হইতে ফল পড়িবে। আলেমের মর্যাদা আল্লাহর রাস্তায় রোজাদার মুজাহিদের ন্যায়। আলেমের মৃত্যুতে ইসলামের প্রাচীরে এমন এক ছিদ্রের সৃষ্টি হয় যাহা কেয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হইবে না। আর আসমানী নৈকট্য লাভকারী সত্তর হাজার ফেরেশতা তালেবে এল্‌মের পশ্চাতে চলে। (কান্‌য)

সাবেত (রহঃ)এর আপন উস্তাদের সহিত আদব

হযরত আনাস (রাঃ)এর সন্তানের মাতা জামীলাহ (রাঃ) বলেন, সাবেত বুনানী (রহঃ) হযরত আনাস (রাঃ)এর নিকট আসিলে তিনি বলিতেন, হে বাঁদী, খুশবু দাও, হাতে লাগাই। কারণ উম্মে সাবেতের বেটা হাত চুম্বন না করিয়া ছাড়িবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর আদব

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আমি দুই বৎসর যাবৎ হযরত ওমর (রাঃ)কে একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা করিয়াও তাঁহার হায়বতের অর্থাৎ ভয়ের দরুন জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাই নাই। একবার হজ্ব অথবা ওমরার সময় মাররাজ্জাহরান নামক স্থানে অবস্থিত আরাক গাছের নিকট নিজের প্রয়োজনে লোকজন হইতে পিছনে রহিয়া গেলেন। আমি তাঁহাকে একাকী পাইয়া বলিলাম, আমীরুল মুমিনীন, আমি দুই বৎসর যাবৎ একটি হাদীস সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা করিতেছি কিন্তু আপনার ভয় জিজ্ঞাসা করিতে বাধা হইতেছে। তিনি বলিলেন, এমন করিও না। তোমার যখন কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিও। আমার নিকট যদি সেই ব্যাপারে কোন এল্‌ম থাকে তবে তোমাকে বলিয়া দিব। আর না হয় বলিব, আমি জানি না। তুমি যে জানে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সেই দুই মেয়েলোক কাহারা যাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন যে, তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য করিয়াছে? তিনি বলিলেন, আয়েশা ও হাফসা (রাঃ)।

www.BANGLAKITAB.com

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রহঃ)এর আদব

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রহঃ) বলেন, আমি হযরত সা'দ ইবনে মালেক (রাঃ)কে বলিলাম, আমি আপনার নিকট একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে চাহিতেছি। কিন্তু আপনাকে আমি ভয় করি। তিনি বলিলেন, হে ভাতিজা, তুমি আমাকে ভয় করিও না। তোমার যদি ধারণা হয় যে, আমার নিকট উক্ত বিষয়ে কোন এল্‌ম আছে তবে উহা সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করিও। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তবুকের যুদ্ধের সময় হযরত আলী (রাঃ)কে খলীফা নিযুক্ত করিয়া রাখিয়া যাইবার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে কি বলিয়াছিলেন? হযরত সা'দ (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছিলেন, হে আলী, তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, আমার জন্য তুমি এমন হইবে যেমন হযরত মূসা (আঃ)এর জন্য হযরত হারুন (আঃ) ছিলেন?

জুবাইর ইবনে মুতইম (রহঃ)এর আদব

ওসমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাওহাব (রহঃ) বলেন, হযরত জুবাইর ইবনে মুতইম (রাঃ) এক বস্তির পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। তাহারা তাঁহাকে কোন মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমার জানা নাই। তবে তোমরা আমার সহিত একজন লোক দাও, আমি তোমাদের জন্য উহা জিজ্ঞাসা করিয়া দিব। তাহারা একজনকে তাঁহার সহিত দিলে তিনি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, 'কেহ যদি আলেম ও ফকীহ হইতে ভালবাসে তবে সে যেন এমন করে যেমন জুবাইর ইবনে মুতইম করিয়াছেন। তাঁহাকে যখন এমন কথা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে যাহা তাঁহার জানা নাই, তখন তিনি উত্তর দিয়াছেন, আল্লাহ ভাল জানেন।' (কানয)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর আদব

মুজাহিদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে ঔরসজাত সন্তানের উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত অংশ সম্পর্কীয় কোন

মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি উত্তর দিলেন, আমি জানিনা। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, আপনি কেন উত্তর দিলেন না? তিনি বলিলেন, 'ইবনে ওমরকে এমন কথা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে যাহা সে জানে না। তদুত্তরে সে বলিয়াছে, আমি জানি না।' (ইহাতে দোষের কি আছে?)

ওরওয়া (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে কোন এক বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, আমার জানা নাই। সে ব্যক্তি চলিয়া গেলে তিনি নিজের নফসকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, 'ইবনে ওমরকে এমন কথা জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে যাহা তাহার জানা নাই। তদুত্তরে সে বলিয়া দিয়াছে যে, আমার জানা নাই।'

ওকবা ইবনে মুসলিম (রহঃ) বলেন, আমি চৌত্রিশ মাস হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর সোহবতে ছিলাম। তাঁহাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করা হইত তন্মধ্যে বেশীর ভাগই তিনি এই জবাব দিতেন যে, 'আমি জানি না।' অতঃপর আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিতেন, জান, ইহাদের কি উদ্দেশ্য।' ইহাদের উদ্দেশ্য হইল আমাদের পিঠকে জাহান্নামের উপর পুল বানায়। (অর্থাৎ আমাদিগকে জাহান্নামে ফেলিয়া জান্নাতে পার হইয়া যায়।)

নাফে' (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি কোন মাসআলা সম্পর্কে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহার উত্তর না দিয়া এমনভাবে মাথা নিচু করিয়া রহিলেন যে, লোকেরা ভাবিল হয়ত তিনি শুনিতে পান নাই। সে ব্যক্তি বলিল, আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন, আপনি কি আমার প্রশ্ন শুনিতে পান নাই? তিনি বলিলেন, হাঁ, শুনিতে পাইয়াছি বটে। কিন্তু তোমরা হয়ত মনে করিতেছ যে, তোমরা যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছ উহা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন না। আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন, আমাকে সময় দাও যাহাতে তোমার মাসআলা সম্পর্কে আমি বুঝিয়া লইতে পারি। আমার নিকট যদি উহার কোন জবাব থাকে তবে জানাইয়া দিব। আর না হয় তোমাকে বলিয়া দিব যে, আমার জানা নাই। (ইবনে সা'দ)

www.BANGLAKITAB.com

অজানা বিষয়ে কিরূপ জবাব দিবে?

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, হে লোকসকল, যাহাকে এমন কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যাহা সে জানে তবে সে যেন বলিয়া দেয়। আর যাহার জানা নাই সে যেন বলিয়া দেয় যে, আল্লাহ ভাল জানেন। কারণ যে বিষয়ে তাহার জানা নাই সে বিষয়ে এই কথা বলিয়া দেওয়া যে, আল্লাহ ভাল জানেন, ইহাও এল্‌মের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার নবী (সাঃ)কে বলিয়াছেন—

قُلْ مَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ

অর্থ ঃ আপনি বলিয়া দিন আমি তোমাদের নিকট হইতে এই কুরআনের বিনিময়ে কোন প্রতিদান চাহিতেছি না, আর আমি কৃত্রিম লোকদের অন্তর্ভুক্ত নহি।

আবদুল্লাহ ইবনে বশীর (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)কে কোন এক মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি উত্তর দিলেন, উহা সম্পর্কে আমার জানা নাই। অতঃপর বলিলেন, আহ! মনে কি শান্তি! আমাকে এমন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে যাহা আমি জানি না। আর আমি বলিতে পারিয়াছি যে, আমি জানি না। (কান্য)

ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, আলেম যখন 'জানি না' বলা ছাড়িয়া দেয় তখন সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

অপর রেওয়ায়াতে আছে তিনি বলিয়াছেন, আলেম যখন 'জানি না' বলিতে ভুল করে তখন সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

হযরত ওমর (রাঃ)এর আদব

মাকহুল (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) লোকদিগকে হাদীস শুনাইতেন। যখন দেখিতেন তাহারা ক্লান্তি ও বিরক্তি বোধ করিতেছে তখন তাহাদিগকে বৃক্ষরোপণের কাজে লাগাইয়া দিতেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মুসআব (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব

(রাঃ) বলিলেন, তোমরা মেয়েদের মোহরকে চল্লিশ উকিয়ার অধিক বাড়াইও না। যদিও সে উচ্চ বংশীয়া মেয়ে হউক না কেন। অর্থাৎ কায়েস ইবনে হুসাইন হারেসীর মত ব্যক্তির মেয়ে হউক না কেন। যে ব্যক্তি ইহার অতিরিক্ত মোহর ধার্য করিবে আমি তাহার অতিরিক্ত অংশ বাইতুল মালে জমা দিয়া দিব। মেয়েদের কাতার হইতে নাক চেপ্টা দীর্ঘকায় একজন মেয়েলোক দাঁড়াইয়া বলিল, আপনার এইরূপ করিবার অধিকার নাই। তিনি বলিলেন, কেন? সে বলিল, কারণ আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন—

وَاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا

অর্থ ঃ আর তোমরা সেই একজনকে অনেক মাল-সম্পদ প্রদান করিয়া থাক, তবুও তোমরা উহা হইতে কিছুই (ফেরৎ) লইও না।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, একজন মহিলা ঠিক বলিয়াছেন, আর একজন পুরুষ ভুল করিয়াছে।

হযরত আলী (রাঃ)এর আদব

মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব কুরাযী (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)কে কোন মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উহার উত্তর দিলেন। সে ব্যক্তি বলিল, হে আমীরুল মুমেনীন, এইরূপ নহে, বরং উহার জবাব এইরূপ, এইরূপ হইবে। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, তুমি ঠিক বলিয়াছ। আমি ভুল করিয়াছি। প্রত্যেক জ্ঞানবানের উপর অধিক জ্ঞানবান রহিয়াছে।

বিতর্কের আদব

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) ও হযরত ওসমান ইবনে আফ্‌ফান (রাঃ)এর মধ্যে তাহাদের পারস্পরিক কোন মাসআলার ব্যাপারে এমন বাক বিতর্ক হইত যে, যে কেহ তাহাদিগকে দেখিত সে ভাবিত ইহারা বুঝি আর কখনও মিলিত হইবেন না। কিন্তু পৃথক হইবার পূর্বেই তাহারা আবার সুন্দর ও উত্তম অবস্থায় ফিরিয়া আসিতেন। (কান্য)

www.BANGLAKITAB.com

এক জামাতের এল্‌ম হাসিলের খাতিরে একজনের এল্‌মের মজলিসে উপস্থিত না হওয়া

হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) বলেন, আমি বার জনের এক জামাতের সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলাম। আমার সঙ্গীগণ বলিল, কে আছে আমাদের উটগুলি চরাইবে? যাহাতে আমরা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নিকট উপস্থিত হইয়া এল্‌ম হাসিল করিতে পারি। অতঃপর যখন সেও ফিরিবে এবং আমরাও ফিরিয়া আসিব তখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাহা শুনিয়াছি তাহা তাহাকে শুনাইয়া দিব। হযরত ওকবা (রাঃ) বলেন, আমি কিছুদিন এই কাজ করিলাম। তারপর আমার মনে হইতে লাগিল যে, আমি হয়ত বা ঠকিতেছি। কারণ আমার সঙ্গীগণ এমন কথা শুনিতেছে যাহা আমি শুনিতে পারিতেছি না, এবং তাহারা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর নিকট এমন জিনিস শিক্ষা করিতেছে যাহা আমি শিখিতে পারিতেছি না। (ইহা ভাবিয়া) একদিন আমি উপস্থিত হইয়া শুনিতে পাইলাম, এক ব্যক্তি বলিতেছে যে, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কামেল রূপে অযু করে সে গুনাহ হইতে এমন পরিষ্কার হইয়া যায় যেন তাহার মা আজ তাহাকে প্রসব করিয়াছেন। আমি ইহা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তুমি যদি ইহার পূর্বের কথাটি শুনিতে তবে ইহা অপেক্ষা অধিক আনন্দিত হইতে। আমি বলিলাম, আল্লাহ আমাকে আপনার উপর কোরবান করুন, আপনি আমাকে সেই কথাটি পুনরায় শুনাইয়া দিন। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এমন ভাবে মৃত্যুবরণ করিবে যে, সে আল্লাহর সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য জান্নাতের দরজাসমূহ খুলিয়া দিবেন। সে যে দরজা দিয়া ইচ্ছা প্রবেশ করিতে পারিবে। এবং জান্নাতের আটটি দরজা রহিয়াছে। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসিলেন। আমি তাঁহার সম্মুখে যাইয়া বসিলাম। কিন্তু তিনি মুখ ফিরাইয়া নিলেন। এরূপে

কয়েকবার করিলেন। চতুর্থবারে আমি বলিলাম, হে আল্লাহর নবী,আমার পিতা–মাতা আপনার উপর কোরবান হউক, আপনি আমা হইতে কেন মুখ ফিরাইতেছেন? তিনি আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তোমার নিকট একজন অধিক প্রিয়, না বারজন? আমি এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমার সঙ্গীদের নিকট ফিরিয়া আসিলাম। (কান্য)

হযরত ওসমান (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত ওসমান ইবনে আবিল আস (রাঃ) বলেন, সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধিদলের সহিত আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়াছিলাম। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারে আসিয়া কাপড় পরিবর্তন করিলাম। দলের সকলে বলিল, আমাদের বাহনগুলি কে রাখিবে? প্রত্যেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইতে চাহিতেছিল। কেহ পিছনে থাকিতে পছন্দ করিতে ছিল না। হযরত ওসমান (রাঃ) বলেন, আমি সকলের অপেক্ষা ছোট ছিলাম ; বলিলাম, তোমরা যদি চাহ আমি রাখিতে পারি তবে এই শর্তে যে, তোমরা যখন বাহির হইয়া আসিবে আমার বাহনটি তোমরা রাখিবে। তাহারা বলিল, তোমার শর্তে আমরা রাজী আছি। তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ভিতরে প্রবেশ করিল এবং বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, চল। আমি বলিলাম, কোথায়? তাহারা বলিল, তোমার দেশে। আমি বলিলাম, আমি দেশ হইতে বাহির হইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি। এখন ভিতরে প্রবেশ না করিয়াই ফিরিয়া যাইব? অথচ তোমরা আমার সহিত যে ওয়াদা করিয়াছিলে তাহা তোমাদের জানা আছে। তাহারা বলিল, তবে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিও। আমরা তোমার পক্ষ হইতে সবই জিজ্ঞাসা করিয়াছি। কোন কিছুই বাদ দেই নাই। আমি ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিলাম,ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ পাক আমাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন ও এল্‌ম দান করেন। তিনি বলিলেন, তুমি আমার নিকট এমন জিনিস চাহিয়াছ যাহা তোমার সঙ্গীগণের কেহ চাহে নাই, যাও, তুমিই তাহাদের এবং তোমার

www.BANGLAKITAB.com

কাওমের যে সকল লোক তোমার নিকট আসিবে, সকলের আমীর।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট রক্ষিত একখানা কুরআন পাকের আয়াত সম্বলিত মাসহাফ চাহিলাম। তিনি আমাকে তাহা দান করিলেন। (তাবরানী)

এল্‌ম শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া এবং উহার আলোচনা করা, আর কি ধরনের প্রশ্ন করা উচিত এবং কি ধরনের অনুচিত

সাহাবা (রাঃ)দের হাদীস পুনরাবৃত্তি ও তাহাদের প্রশ্ন

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিতাম। বর্ণনাকারী বলেন, যথাসম্ভব তিনি ষাটজনের সংখ্যা বলিয়াছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে হাদীস শুনাইতেন। তারপর নিজের প্রয়োজনে ঘরে চলিয়া যাইতেন। আমরা পরস্পর এক একটি করিয়া হাদীস পুনরাবৃত্তি করিতাম। অতঃপর আমরা মজলিস হইতে এমন অবস্থায় উঠিতাম যেন (উক্ত হাদীসগুলি) আমাদের অন্তরে বপন করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

হযরত আবূ মূসা (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফজরের নামায শেষ করিতেন আমরা তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া বসিতাম। আমাদের মধ্য হইতে কেহ তাঁহাকে কুরআন সম্পর্কে, কেহ বা ফরজ আহকাম সম্পর্কে, আবার কেহ স্বপ্ন বৃত্তান্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিত।

ছাত্রদের প্রতি উপদেশ

হযরত ফাদালাহ ইবনে ওবায়েদ (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহার ছাত্রগণ যখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন, তখন তিনি তাহাদিগকে বলিতেন, তোমরা পুনরাবৃত্তি কর, পরস্পর সুসংবাদ দানকর, জ্ঞান বৃদ্ধি কর। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের এল্‌মকে বৃদ্ধি করিবেন এবং তোমাদিগকে

ভালবাসিবেন,আর যাহারা তোমাদিগকে ভালবাসিবে তাহাদিগকেও ভালবাসিবেন। মাসায়েলসমূহ আমাদিগকে পুনরায় শুনাও। কারণ পরের বারের সওয়াব পূর্ববারের সমান সমান। তোমাদের কথাবার্তার সহিত এস্তেগফারকে সামিল কর। (তাবরানী)

আবু নাদরাহ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবু সাঈদ (রাঃ)কে বলিলাম, আমাদিগকে (হাদীস) লিখিয়া দিন। তিনি বলিলেন, আমরা কখনও তোমাদিগকে (হাদীস) লিখিয়া দিব না। আমরা উহাকে কখনও কুরআন বানাইব না। বরং আমরা যেরূপে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছি তোমরাও সেইরূপে আমাদের নিকট হইতে গ্রহণ কর। হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলিতেন, তোমরা হাদীসের আলোচনা কর ; কারণ এক হাদীসের আলোচনা অপরটিকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন তোমরা হাদীসের আলোচনা কর ; কারণ হাদীসের আলোচনা হাদীসকে স্মরণীয় করিয়া রাখে।

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা হাদীসের আলোচনা কর। অন্যথায় উহা মুছিয়া যাইবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা হাদীসের আলোচনা কর। কারণ হাদীসের আলোচনা হাদীসের জীবন। অপর রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, এল্‌ম শিক্ষা করা নামায সমতুল্য।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, রাত্রের কিছু অংশে এল্‌মের আলোচনা করা আমার নিকট রাত্র জাগরণ অপেক্ষা অধিক প্রিয়। (তাবরানী)

হযরত ওমর (রাঃ)এর তিনটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)কে বলিলেন, হে আবুল হাসান, অনেক সময় আপনি উপস্থিত ছিলেন, আমরা অনুপস্থিত ছিলাম। আবার অনেক সময় আমরা উপস্থিত ছিলাম আপনি অনুপস্থিত ছিলেন। তিনটি বিষয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব। আপনার নিকট এ বিষয়ে কোন

www.BANGLAKITAB.com